জাতীয় সংগীত

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায়, হায় রে—
ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি ॥
কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো—
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো
মরি হায়, হায় রে—
মা তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়ন জলে ভাসি ॥

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৬-১৭

বাংলা একাডেমি

সূচিপত্র

ভূমিকা ৭

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

১. অবকাঠামোগত দিক ৭-৯

২. বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন ৯-১৩

২.১ ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান রেজিস্ট্রেশন অন্তর্ভুক্তি শীর্ষক কর্মসূচি

২.২ বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন শীর্ষক কমসূচি

২.৩ বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মসূচি

২.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা শীর্ষক কর্মসূচি

৩. আন্তর্জাতিক সম্মেলন ১৩-১৪

৩.১ 'চতুর্থ ফোকলোর সামার স্কুল, ২০১৭ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা

৩.২ অনুবাদ কর্মশালা

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ১৫-১৬

৪.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

৫. গ্রন্থাগার ১৭-১৮

৬. বাংলা একাডেমি প্রেস ১৮

৭. পত্রিকা ১৮-২০

৭.১ উত্তরাধিকার

৭.২ ধানশালিকের দেশ

৭.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

৮. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন ২০-২১

৮.১ বাংলা একাডেমির ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

৮.২ নববর্ষ উদ্‌যাপন

৮.৩ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

৮.৪ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

৯. একক বক্তৃতানুষ্ঠান ২১-২৪

৯.১ ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা

৯.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৯.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা
৯.৪ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা
৯.৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

১০. অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২৬-৩৩
১০.১ গ্রন্থমেলার ইতিহাস
১০.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিবেদন ২০১৭
১০.৩ অনুষ্ঠানমালা
১০.৪ অন্যান্য অনুষ্ঠান

১১. পুনর্মুদ্রণ

১২. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন ৩৩

১৩. সমন্বয় ও জনসংযোগ ৩৪

১৪. পরিষদ ৩৪-৩৫
১৪.১ বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন
১৪.২ নির্বাহী পরিষদের সভা
১৪.৩ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান
১৪.৪ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৬

১৫. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৬ প্রদান ৩৫

১৬. পুরস্কার ৩৫-৩৮
১৬.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬
১৬.২ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬
১৬.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৬
১৬.৪ কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১৫
১৬.৫ সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ্ পুরস্কার ২০১৬
১৬.৬ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৭
১৬.৭ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদা ভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার
১৬.৮ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড
১৬.৯ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড
১৬.১০ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

পরিশিষ্ট ৩৯

মাননীয় সভাপতি, সম্মাননীয় ফেলো, জীবনসদস্য ও সদস্যবৃন্দ

বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের চল্লিশতম বার্ষিক সভায় আপনাদের জানাই শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও স্বাগতম। এ বছরের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় প্রতিবেদন পেশ করার শুরুতে আমি বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি উনিশশত বায়ান্ন সালের পূর্ব বাংলার বাঙালি নবজাগরণের উৎসমুখ খুলে দেয়া তরুণ প্রাণের আত্মাহুতিতে সফল ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন এবং তারই পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পাকিস্তানী সৈরাসামরিক শাসক ইয়াহিয়া-টিক্কার দখলদার বাহিনীকে তাদের ইতিহাসের জঘণ্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে বীর বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের অকুতোভয় মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে আনার গৌরবময় ইতিহাসের নায়ক মুক্তিযোদ্ধা ও ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং সকল গণআন্দোলনে নিহত বীর শহিদদের। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করি উপমহাদেশে প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষ/ইহজাগতিক জাতি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

বাংলা একাডেমি স্বাধীনতাকামী বাঙালির শত শত বছরের বহুমাত্রিক ও বহুতলবিস্তারী সংগ্রামের অবিনাশী ধারা ও মানবিক চৈতন্যে ভাস্বর বহুত্ববাদী চেতনায় দীপ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের (Pluralistic Cultural Tradition) ভিত্তিতে গঠিত বাঙালি জাতিসত্তার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান। বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও বাঙালি মনীষার নানা মানবমুখী সমন্বয়বাদী উৎসের অনুসন্ধান এবং তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আমাদের এই মহান ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহনকারী বিদ্বৎ সভাটি (learned body) বিগত ষাট বছরে শুধু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রূপান্তরও সুস্থতার দিকনির্দেশক বাতিঘরেই পরিণত হয়নি, বিশ্বের এক বিশিষ্ট বুদ্ধিবৃত্তিকতার কেন্দ্র (One of the Centres of Excellence on the world) হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় এই প্রতিষ্ঠানের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা তাই কোনো সামান্য বুদ্ধিবৃত্তিক সমাবেশ (Intellectual gathering) নয়। কারণ দেশের সকল অঞ্চল এবং প্রান্ত থেকে বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে একাডেমি প্রাঙ্গণটি হয়ে উঠেছে বুধমণ্ডলীর প্রজ্জ্বলন বিভায় আলোকোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

বাংলা একাডেমি : একুশ শতকের মিশন ও ভিশন

আমাদের ঘোষিত লক্ষ্য 'গবেষণা-নিবিড় কেন্দ্র (Research-Intensive Centre), কর্মকাণ্ডের ভৌগোলিক বিস্তার (Geographical Spread of activities) অর্থাৎ তৃণমূলে কর্মসূচির সম্প্রসারণ; এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ ও জ্ঞাপন (International Exposer) এবং একদল প্রতিভাবান ও প্রশিক্ষিত গবেষক, অনুবাদক ও সংস্কৃতিমনস্ক জনশক্তি গড়ে তোলা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য'। বিগত হীরকজয়ন্তী উৎসবে এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে গত কয়েক বছরের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিনে নিয়মিত অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এই চারটি মৌলিক নীতির বহুমাত্রিক বিন্যাস ও বিস্তারের মাধ্যমে একাডেমির একুশ শতকের মিশন ও ভিশনকে গভীরতর মাত্রা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কারণ বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি এবং লোক-মানসের উন্নত মানসম্পন্ন চর্চা, গবেষণা ও অনুবাদ এবং বাঙালি জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাস (Intellectual History) রচনা ও তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই একাডেমির প্রধান কাজ। একাডেমির সূচনালগ্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, সৈয়দ আলী আহসান এ কাজ শুরু করেছিলেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। কিন্তু পরবর্তীকালে সে-ধারা প্রত্যাশিতভাবে বিস্তার ও গভীরতা লাভ করেনি। আমরা একাডেমির বিগত ৬০/৬২ বছরের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে বাংলা একাডেমিকে একুশ শতকের উপযোগী একটি প্রবুদ্ধ-ঐতিহ্য, আধুনিকতা ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে নবরূপায়ণের লক্ষ্যে কাজ করে যাওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করছি। এর দুটি দিক : ১. উপযোগী অবকাঠামো গঠন; এবং ২. উন্নত মানসম্পন্ন গবেষণা কার্যক্রমের পরিকল্পনা, উদ্ভাবনাময় ও একাগ্র শ্রমনিষ্ঠ এবং মেধাবী প্রয়াসে তার বাস্তবায়ন।

১. অবকাঠামোগত দিক

অবকাঠামোগত নতুন রূপটি অনেকটাই মাননীয় সদস্যবৃন্দ সহজেই চাক্ষুস করছেন। গত শতকের ঐতিহ্যবাহী বর্ধমান হাউস (১৯০৬) আর জরাজীর্ণ প্রেস ভবন নিয়ে গড়া একাডেমির জায়গায় বিগত সাত আট বছরে এখন মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে নান্দনিক আটতলা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রশাসনিক ভবন; আর তার সঙ্গে সংযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তন ও কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষ। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনের মতো এমন নিখুঁত শ্রুতিগুণসম্পন্ন উন্নত সুযোগ-সুবিধাযুক্ত অত্যাধুনিক বড় মিলনায়তন ঢাকায় নিতান্তই বিরল। এই মিলনায়তনের পূর্বদিকের সুপরিকল্পিত স্থাপত্যবিন্যাস যেমন সাহিত্যিক-শিল্পী এবং সংস্কৃতিকর্মীদের আলাপচারিতা ও আড্ডার এক প্রিয় অঙ্গনে পরিণত হয়েছে, তেমনি তার সঙ্গে সংযুক্ত পুকুরটির অবস্থান গোটা পরিবেশকে করেছে দৃষ্টিনন্দন। এছাড়া একাডেমি প্রকাশিত বই বিক্রয়ের আধুনিক সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি, বিদেশি পণ্ডিত ও গবেষকদের অতিথি ভবন ও লেখক ক্লাব নির্মাণের জন্য পাঁচতলা বিশিষ্ট ড. মুহম্মদ এনামুল হক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উত্তরায় নিজস্ব ভূমিতে নির্মাণ করা হয়েছে দুটি নান্দনিক ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধাযুক্ত বহুতল ভবন।

২. বিভিন্ন কর্মসূচি

২.১ ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage-এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উপাদান লিপিবদ্ধকরণ

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি বিগত দুই দশক যাবত কাজ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহ ইউনেস্কোর Intangible

Cultural Heritage-এ বিশ্বসংস্কৃতির অপরিহার্য উপাদান ও সাংস্কৃতিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভের জন্য বাংলা একাডেমি ইউনেস্কোর নীতিমালা অনুযায়ী নমিনেশন ফাইল পাঠাচ্ছে। ২০১২ সালের ২৫শে মার্চ বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি বুননশিল্প নিয়ে 'Traditional Art of Jamdani Weaving' শিরোনামে দীর্ঘ একটি প্রতিবেদন (নমিনেশন ফাইল) এবং সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র ও ভিডিওচিত্র বাংলা একাডেমি থেকে প্রস্তুত করে ইউনেস্কোতে পাঠানো হয়। ২০১৩ সালের ২–৭ ডিসেম্বর আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৮ম আন্তঃসরকার সম্মেলনে ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশের 'ঐতিহ্যবাহী জামদানি বুননশিল্প' ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-র প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। এরপর ২০১৩ সালের ৩০শে মার্চ বাংলা একাডেমির উদ্যোগে বাঙালির অসাম্প্রদায়িক চেতনার স্মারক 'Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh' শিরোনামে একটি নমিনেশন ফাইল আলোকচিত্র ও ভিডিওচিত্র সহ ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়। ২০১৬ সালের ২৮শে নভেম্বর থেকে ২রা ডিসেম্বর ইথিওপিয়ার রাজধানী আদিস আবাবায় অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ১১তম আন্তঃসরকার সম্মেলনে 'Mangal Shobhajatra on Pahela Baishakh' ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তী সময়ে ২০১৪ সালের ২৪শে মার্চ বাংলা একাডেমির উদ্যোগে প্রস্তুতকৃত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আরো একটি উপাদান 'The Rickshaw and Rickshaw Painting' ইউনেস্কোর Intangible Cultural Heritage of Humanity-তে লিপিবদ্ধকরণের লক্ষ্যে ইউনেস্কোতে প্রেরণ করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিতব্য ইউনেস্কোর ১৩তম আন্তঃসরকার সম্মেলনে বাংলাদেশের এই উপাদানটি বিবেচ্য হবে।

২.২ 'বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন' শীর্ষক কর্মসূচি

বাংলা একাডেমির একটি নিজস্ব প্রেস আছে। জনগণের কাছে বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জাতীয় চিন্তা-চেতনা পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রধান উপায় মুদ্রিত গ্রন্থ। কিন্তু বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাবে মানসম্পন্ন মুদ্রণের কাজ ঠিকমতো ও যথাসময়ে করতে পারছিল না। এজন্য একাডেমি প্রেসের যথাযথ সংস্কার ও আধুনিকায়নের প্রয়োজন হয়। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে একটি উন্নত মুদ্রণালয় হিসেবে একাডেমির প্রেসকে গড়ে তোলা এই কর্মসূচির লক্ষ্য। আধুনিক মেশিন ক্রয় ও স্থাপনের মাধ্যমে প্রেসের মুদ্রণ-পূর্ব, মুদ্রণ ও মুদ্রণ-উত্তর কাজে গতিশীলতা আনয়ন এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত কর্মসূচিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৯৬২.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রাক্কলিত। কর্মসূচির প্রথম বছর (২০১৪-১৫ অর্থবছর) বরাদ্দকৃত অর্থে (৩৭.৫০ লক্ষ) একটি (০১) প্লেট এক্সপোজার

মেশিন, সর্বমোট ১৯ (উনিশ)টি বিভিন্ন গ্রেডের কম্পিউটার, ০২ (দুই)টি লেজার প্রিন্টার, ০২ (দুই)টি কালার প্রিন্টার, ০২ (দুই)টি স্ক্যানার, ১০ (দশ)টি ইউপিএস, ১২ (বারো)টি চেয়ার, ১২ (বারো)টি টেবিল ও একটি ফটোকপিয়ার ক্রয় করা হয়।

দ্বিতীয় অর্থবছরে (২০১৫-১৬ অর্থবছর) বরাদ্দকৃত ২১৫.০০ লক্ষ টাকা থেকে ০১ (একটি) সিটিপি (কম্পিউটার টু প্লেট) ও ০১ (এক)টি ফোল্ডিং মেশিন আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতিতে এলসির মাধ্যমে জার্মানির হাইডেলবার্গ কোম্পানি থেকে ক্রয় করা হয়। মেশিন কক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় ০২ (দুই)টি ২টন স্প্লিট টাইপ এসি ও মেশিন দুটি পরিচালনার জন্য একটি বিশেষায়িত কম্পিউটার ক্রয় করা হয়।

তৃতীয় বছরে (২০১৬-১৭ অর্থবছর) বরাদ্দকৃত ৭১০.০০ লক্ষ টাকা থেকে আন্তর্জাতিক দরপত্র পদ্ধতিতে এলসির মাধ্যমে জার্মানির হাইডেলবার্গ কোম্পানি থেকে ০২ (দুই)টি বাই-কালার অফসেট প্রিন্টিং মেশিন ক্রয় ও স্থাপন করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় দরপত্র পদ্ধতিতে একটি কাটিং মেশিন ক্রয় করা হয়। মেশিন কক্ষে ব্যবহারের জন্য ৫(পাঁচ)টি ২ টনের স্প্লিট টাইপ এসি ও প্রয়োজনীয় সিভিল ও ইলেকট্রিক কাজও সম্পন্ন করা হয়। এই কাজ এখন সমাপ্তির পথে।

২.৩ 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিল্প-সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা, সংস্কৃতির লালন ও ঐতিহ্যের অনুসন্ধান জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দীর্ঘদিন যাবত বাংলাদেশে এসব ক্ষেত্রে চর্চা ও অনুশীলন অব্যাহত রয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য-সংস্কৃতিতে বাঙালির অসামান্য অবদান ও তার অর্জনসমূহ জাতির সামনে তুলে ধরা ও তার গবেষণা এবং এ-সম্পর্কিত উপাত্ত-উপাদান সংরক্ষণ করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। দেশের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনি ইতিহাস-ঐতিহ্যের অনুসন্ধানও অপরিহার্য। বাঙালির ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকজীবনের নিত্যদিনের কর্মকাণ্ডের ইতিহাস চর্চার (Ethnological Studies) মাধ্যমে জাতির মননশীলতা ও সৃজনশীলতার নিবিড় গবেষণার প্রাণকেন্দ্র বাংলা একাডেমি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য, দলিলপত্র ও অন্যান্য রেকর্ডসহ বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি, বিবর্তন, প্রাচীন পুথি, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি সংরক্ষণ মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই লক্ষ্যে বাংলা একাডেমির 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচির পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে যা দেশজ সংস্কৃতির ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনর্গঠনের প্রতি সরকারের যে নিরলস প্রয়াস ও সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে তারই একটি বাস্তব প্রতিফলন। 'বর্ধমান হাউসে লোকঐতিহ্য জাদুঘর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক কর্মসূচিটি সরকার অনুমোদিত PPNB

অনুযায়ী জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়ন ও যথাসময়ে সমাপ্ত হয়েছে। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ছিল ১৫৮.০০ লক্ষ টাকা। এই কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের লোকশিল্পের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য নিদর্শনাদি এবং এই কাজের সকল সামগ্রী/সরঞ্জামাদি PPR 2008 ও সরকারি আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক ক্রয় ও সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলা একাডেমির লোকঐতিহ্য জাদুঘর আমাদের ঐতিহ্যেরই প্রতিচ্ছায়া। যার মাধ্যমে এখানকার লোকজীবন-প্রবাহের অনন্য পরিচয় পাওয়া যাবে। বাংলা একাডেমির লোকঐতিহ্য জাদুঘর থেকে বাংলাদেশের লোকজ ঐতিহ্য তথা এদেশের লোকসংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ মিলবে। লোকঐতিহ্য জাদুঘরে লোকশিল্পের প্রায় পাঁচ শতাধিক নিদর্শন প্রদর্শিত ও সংরক্ষিত হয়েছে, এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারুশিল্প সামগ্রী অর্থাৎ কাঠের কাজ, কাঁসা-পিতল সামগ্রী, মৃৎশিল্পের অলংকৃত ও চিত্রিত নিদর্শন, রিকশা পেন্টিং, গাজির পট, শঙ্খ ও রূপার জিনিস, শোলাশিল্প সামগ্রী, প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য ধাতব তৈজসপত্র, লোকবাদ্যযন্ত্র, বাঁশ-বেতের উপকরণ, নক্‌শি কাঁথা, নক্‌শি শিকা, নক্‌শি হাতপাখা, শতরঞ্জি, নকশি পিঠার ছাঁচ, লোকঅলংকার, মাটির খেলনা পুতুল এবং বাংলাদেশের বেশ ক'টি অঞ্চলের বাংলা ঘরসহ গ্রামীণ জীবনচিত্রের নমুনা ইত্যাদি। জাদুঘরে ডিজিটালি প্রদর্শন করা হয়েছে বাংলাদেশের বেশ ক'জন গুণী লোকশিল্পী যেমন—শোলাশিল্পী গোপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, মৃৎশিল্পী সুশান্তকুমার পাল, খোদাইশিল্পী মো. মানিক সরকার, লোকশিল্পী শামসুন্নাহার খাতুন প্রমুখের জীবনকথা ও তাঁদের শিল্পকর্ম। এছাড়া ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের লোকশিল্পের গুরুত্ব ও শৈল্পিক বৈশিষ্টসমূহ তুলে ধরে প্রণয়ন করা হয়েছে প্রদর্শিত নিদর্শনসমূহের পরিচিতিমূলক exhibition catalogue; এবং ডিজিটালি প্রদর্শিত বিশিষ্ট লোকশিল্পীদের কাজের দক্ষতা ও তাঁদের সৃষ্টিশীলতা, উৎকর্ষ, প্রশিক্ষণ এবং কর্মস্থলের পরিবেশ সন্নিবেশিত বিশ্লেষণধর্মী descriptive catalogue. কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের ফলে বাংলা একাডেমির প্রাচীনতম লোকঐতিহ্য সংগ্রহশালাটির সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটায় একদিকে যেমন বাংলাদেশের ঐতিহ্যপূর্ণ লোকশিল্পের বিভিন্ন শাখার সাথে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম পরিচিত হতে পারবে, অন্যদিকে এই জাদুঘরের ক্রমাগত সমৃদ্ধি ঘটার ফলে বাংলার লোকশিল্প ও লোকশিল্পীদের সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গবেষকবৃন্দ এতদ্‌বিষয়ে তথ্যাদি জানতে পারবে।

২.৪ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা' শীর্ষক কর্মসূচি

উন্নততর জীবন বিকাশের পূর্বশর্ত জ্ঞানচর্চার অনুশীলন এবং জাতীয় ঐতিহ্যকে বিকশিত করে তার ভিত্তিতে আধুনিক জীবনবোধে উত্তরণ। সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে না পারলে এই উত্তরণ সম্ভব নয়। ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জাতির দর্পনস্বরূপ। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্মবোধ সৃষ্টিতে এর লালন ও পরিচর্যা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশের ঐতিহ্যভিত্তিক দেশজ সংস্কৃতি

বিকাশের লক্ষ্যে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম। দেশজ সংস্কৃতি, ঐতিহ্যের স্বরূপ সন্ধান এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুর্নগঠনের প্রতি সরকারের যে নিরলস প্রয়াস ও সুস্পষ্ট নীতি রয়েছে বর্তমান কর্মসূচি তারই বাস্তব প্রতিফলন। এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ড আরো সম্প্রসারিত হবে এবং সৃজনশীল ও মননশীল সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে আশা করা যায়। কিন্ত দুঃখের বিষয় সরকার বেতন-ভাতা এবং সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনেকের মধ্যে সে মর্মে অনীহা শ্রমনিষ্ঠার অভাব এবং ফাঁকিবাজির প্রবণতা দেখা যায় তা বেদনাদায়ক। এই অনৈতিক প্রবণতা দূর না হলে উন্নত জাতি গঠন অসম্ভব। শুধু বাংলা একাডেমিতে না, সারা দেশেরই কর্ম-অনীহার প্রবণতা প্রকট।

যা হোক, উল্লেখিত কর্মসূচিটি ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত ৫৬৯.৫০ লক্ষ টাকায় অনুমোদিত। কর্মসূচির অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করে ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত ১৫৯.৬২ লক্ষ টাকার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

৩. আন্তর্জাতিক সম্মেলন

৩.১ 'চতুর্থ ফোকলোর সামার স্কুল', ২০১৭ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ফোকলোর কর্মশালা

ফোকলোর গবেষণা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমি আয়োজিত 'ফোকলোর সামার স্কুল' আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলা একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের তত্ত্বাবধানে ২০১৪ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই উচ্চতর ফোকলোর কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০১৭ সালের ১৩ থেকে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী চতুর্থ ফোকলোর সামার স্কুলে অংশগ্রহণ করেন ১৫ জন প্রশিক্ষণার্থী, যারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং ফোকলোর চর্চার সাথে যুক্ত। ১৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখ বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে চতুর্থ ফোকলোর সামার স্কুলের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। ফোকলোর সামার স্কুল বিষয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন বাংলা একাডেমির ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের পরিচালক জনাব শাহিদা খাতুন এবং ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ফোকলোর বিশেষজ্ঞ ড. ফিরোজ মাহমুদ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। ফোকলোর কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ভারতের অধ্যাপক জওহরলাল

হাণ্ডু, বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক জহর সরকার, ইমেরিটাস অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য, ফোকলোর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. অসীমানন্দ গঙ্গোপাধ্যায় ও ড. সুদীপ্ত চ্যাটার্জি; আমেরিকার বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক ফ্রাংক জে. কোরাম এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ফোকলোরবিদ অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। অতিথি শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ড. ফিরোজ মাহমুদ, মফিদুল হক, মুহম্মদ নূরুল হুদা, অধ্যাপক নিসার হোসেন, শাহিদা খাতুন, শফিকুর রহমান চৌধুরী এবং অধ্যাপক মাহবুব হোসেন পিয়াল।

১৭ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত চতুর্থ ফোকলোর সামার স্কুলের সমাপনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। স্বাগত ভাষণ দেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। অনুষ্ঠানে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়। ফোকলোর, জাদুঘর ও মহাফেজখানা বিভাগের পরিচালক শাহিদা খাতুন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বর্ধমান হাউসে অবস্থিত জাদুঘর

ক. ভাষা আন্দোলন জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১২৭৩৮ জন

খ. জাতীয় সাহিত্য ও লেখক জাদুঘর পরিদর্শনকারীর সংখ্যা : ১৬১৫৭ জন

৩.২ অনুবাদ কর্মশালা

অনুবাদ, পাঠ্যপুস্তক ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বিভাগ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম, অভিধান প্রণয়ন, বিভিন্ন গবেষণা ও প্রকাশনা' শীর্ষক কর্মসূচির অর্থায়নে ২১ ও ২২শে জুন ২০১৭ তারিখে দুদিনব্যাপী 'অনুবাদ কর্মশালা' আয়োজন করে। কর্মশালায় সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করে অধ্যাপক আবদুস সেলিম। রিসোর্স পারসন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস, অধ্যাপক কায়সার হক, অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক শফি আহমেদ, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, জনাব আমিনুল ইসলাম ভূইয়া, অধ্যাপক কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব উজ্জ্বল হোসেন। বাংলা একাডেমির ১৫ (পনেরো) জন কর্মকর্তা এই কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেন।

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৪.১ কারিগরি প্রশিক্ষণ

বাংলা একাডেমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণার পাশাপাশি একটি দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এর সফল বাস্তবায়ন ঘটেছে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার মধ্য দিয়ে। বাংলা একাডেমি থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১২,০৭৭ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ

গ্রহণকারীদের অধিকাংশই সরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ উপবিভাগ পরিচালিত 'বাংলা একাডেমি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর ৩টি (৮০, ৮১ ও ৮২তম) ব্যাচের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়। একাডেমির কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্সের বিষয়সমূহ : ১. কম্পিউটার বিষয়ক তত্ত্বীয় জ্ঞান, ২. মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, ৩. মাইক্রোসফট এক্সেল, ৪. মাইক্রোসফট পাওয়ারপয়েন্ট ও ইন্টারনেট ও ই-মেইল।

নিচের সারণিতে জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০১৭ সময়ের তথ্যাদি উপস্থাপন করা হলো :

কোর্স শিরোনাম	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ ফি	কোর্সের মেয়াদ	সনদপত্র প্রদানের তারিখ
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮০তম ব্যাচ	১৭৪	৪,৩২,৫০০.০০	২২শে জুন ২০১৬ থেকে ২০শে অক্টোবর ২০১৬	১১ই জানুয়ারি ২০১৭
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮১তম ব্যাচ	১৬৮	৪,২৮,০০০.০০	২০শে নভেম্বর ২০১৬ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৭	--
কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কোর্স ৮২তম ব্যাচ	১৭১	৪,৩৫,৫০০.০০	১৫ই মার্চ ২০১৭ থেকে ১৫ই জুন ২০১৭	--
মোট	৫১৩	১২,৯৬,০০০.০০		

৩টি ব্যাচের মোট ৫১৩ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে ৬১জন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মনোনীত, ৪৪৮ জন ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণার্থী এবং ৪ জন বাংলা একাডেমির কর্মচারীদের পোষ্য। এই ৩টি ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে মোট ১২,৯৬,০০০.০০ (বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার) টাকা প্রশিক্ষণ ফি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. গ্রন্থাগার

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশি বিদেশি মোট ৬৬৬ কপি বই সংগৃহীত হয়েছে।

বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ঢাকা থেকে প্রকাশিত নিম্নলিখিত দৈনিক পত্রিকাগুলো সংরক্ষণ করা হয়েছে।

সংবাদ, ইত্তেফাক, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ভোরের কাগজ, সমকাল, ডেইলি সান, নিউএজ, ইনডিপেনডেন্ট, যুগান্তর, কালেরকণ্ঠ, নয়াদিগন্ত, সংগ্রাম, সকালের খবর, ইনকিলাব, দিনকাল।

উল্লিখিত সময়ে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণের জন্য যেসব সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ইত্যাদি পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী সংগ্রহ করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

সাপ্তাহিক ও মাসিক (ক্রয়কৃত) : দি হলিডে, বাংলাদেশ সাপ্তাহিক, অন্যদিন, আনন্দ আলো, ক্যানভাস।

সাপ্তাহিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : সাপ্তাহিক আরাফাত, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, সাপ্তাহিক চায়েরদেশ।

পাক্ষিক ও ত্রৈমাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : কারিগর, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, দেশপ্রসঙ্গ, প্রত্যাশা, বুলেটিন।

মাসিক (সৌজন্যে প্রাপ্ত) : উত্তরাধিকার, শব্দঘর, পৃথিবী, কৃষি কথা, শিশু, আত তাহরীক, আলোক ধারা, হোমিও চেতনা, সত্যপ্রবাহ, অগ্রদূত, টইটম্বুর, ভারত বিচিত্রা, পতাকা, BEIJING REVIEW, CHINA TODAY, CHINA PICTORIAL

২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশি-বিদেশি সহস্রাধিক পাঠক/গবেষক বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। এছাড়া প্রতিদিনই বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে রেফারেন্স সেবা প্রদান করা হয়েছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধ ট্রাইবুনালকে ট্রাইবুনালের প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুযায়ী তথ্যসেবা প্রদান করেছে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারে পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ বাবদ সর্বমোট ৯৯,৯৩৯.০০ (মাত্র নিরানব্বই হাজার নয়শত উনচল্লিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৬. বাংলা একাডেমি প্রেস

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৫টি জব কাজ, ১৪টি পত্রিকা এবং কর্মসূচি, সংস্কৃতি, অনুবাদ ও পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগের ৮৪টি গ্রন্থের মোট ১৮৭০ ফর্মার মুদ্রণ ও বাঁধাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ মুদ্রণ-বাঁধাই কাজের মধ্যে বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত মুদ্রণ-বাঁধাই প্রতিষ্ঠানের কিছু সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বাংলা একাডেমি প্রেসে ৫০০০ কপি বাংলা-ইংরেজি অভিধান, ১২০০০ কপি আধুনিক বাংলা অভিধান, ১১,৪০০ কপি ইংরেজি-বাংলা অভিধান এবং ১০,০০০ কপি বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' শীর্ষক অভিধান/গ্রন্থের মুদ্রণ-বাঁধাই-এর সম্পূর্ণ কাজ বাংলা একাডেমি প্রেসেই করা হয়েছে। বাংলা একাডেমির প্রকাশিত কর্মসূচি ও পুনর্মুদ্রণসহ অন্যান্য উপবিভাগ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের ৪ কালার প্রচ্ছদ এবং ছবির স্ক্র্যানিং-প্রসেস কাজগুলো বাংলা একাডেমি প্রেসে করার মতো প্রযুক্তিগত সুবিধা না থাকায় বাংলা একাডেমির তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।

বাংলা একাডেমি প্রেসে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১,২৩,৭৭,২৯২.০০ (এক কোটি তেইশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার দুইশত বিরানব্বই) টাকার বিল করা হয়েছে।

তাছাড়া জুন ২০১৭ মাস পর্যন্ত পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগের ৮০০০ কপি ইংরেজি-বাংলা অভিধান এবং ৯০০০ কপি বাংলা-ইংরেজি অভিধান মুদ্রণ ও বাঁধাই সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বাংলা একাডেমি প্রেসেই সম্পন্ন করে বাংলা একাডেমি গ্রন্থভাণ্ডারে সরবরাহ করা হয়েছে, যা এখনো বিল করা হয়নি।

৭. পত্রিকা

৭.১ *উত্তরাধিকার*

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি থেকে মাসিক উত্তরাধিকার পত্রিকার ৬টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। ৬টি পত্রিকাই ছিল বিশেষ সংখ্যা।

মাসিক উত্তরাধিকার নবপর্যায় ৬৬-তম সংখ্যার শুরুতেই রয়েছে সৈয়দ শামসুল হকের গল্প 'জন্মান্ধ রমজান'। সৈয়দ জামিল আহমেদ প্রবন্ধ লিখেছেন মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু'র ওপর 'নাট্য-ভাষায় অনূদিত বিষাদ-সিন্ধু অমর সমর-সাগরে জাতীয় আত্মপরিচয় সন্ধান' শিরোনামে। মীর মশাররফ হোসেনের হিতকরী পত্রিকার ওপর প্রবন্ধ লিখেছেন ভূঁইয়া ইকবাল। জার্মান লেখক গ্যুয়েন্টার গ্রাসের শেষতম কাব্যগ্রন্থ Vonne Endlichkait- এর ওপর লিখেছেন দাউদ হায়দার। 'আমার চেনা চেকদেশীয় বাঙালি দুশান জ্-বাভিতেল' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন নাদিরা মজুমদার এবং খালেদ হোসাইন লিখেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সার্ধশতবর্ষ নিয়ে প্রবন্ধ। কবি রফিক আজাদকে নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক লেখা লিখেছেন মাহমুদ কামাল ও বুলবুল খান মাহবুব। এছাড়াও আছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধ।

নবপর্যায়ে ৬৭-তম সংখ্যায় কবি আহসান হাবীব, কবি সমর সেন ও কথাশিল্পী শওকত ওসমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনটি প্রবন্ধ লিখেছেন যথাক্রমে অনু হোসেন, বেগম আকতার কামাল ও যতীন সরকার। 'নৈতিকতা ও সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন হাসান ফেরদৌস, শাহনাজ মুন্নী লিখেছেন 'জার্মানি ও দক্ষিণ এশিয়ার কবিতা: একটি জার্নি' শীর্ষক প্রবন্ধ। এ সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ আফগানিস্তান, মায়ানমার, নেপাল ও ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার কবিতার অনুবাদ। আফগানিস্তান ও মায়ানমারের কবিতার অনুবাদ করেছেন আয়শা ঝর্না, নেপালি কবি চাঁদনি শাহর কবিতা অনুবাদ করেছেন কামরুল ইসলাম, ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার কবিতা অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে প্রবুদ্ধসুন্দর কর ও রায়হান রাইন। এছাড়াও আছে লেবিসন স্কু-এর গারো ভাষার কবিতা এবং মোজাফ্ফর হোসেন অনূদিত ফিদেল কাস্ত্রোর সাক্ষাৎকার।

নবপর্যায়ে ৬৮-তম সংখ্যার শুরুতেই বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ওপর লিখেছেন অধ্যাপক আনিসুজ্জামান 'ইতিহাসের উপাদান মানবিক দলিল' শিরোনামে। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণের ওপর লিখেছেন শামসুজ্জামান খান 'বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ একটি অনুপুঙ্খ পাঠ' শীর্ষক প্রবন্ধ। 'সাহিত্যসাধক দীনেশচন্দ্র সেন' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন সৈয়দ আজিজুল হক, আবদুল মমিন চৌধুরী প্রবন্ধ লিখেছেন 'ধর্মীয় বহুত্ববাদ: বাঙালির গৌরবময় উত্তরাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধ, শফিউল আলম লিখেছেন 'মদনমোহন তর্কালঙ্কার জন্মদ্বিশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি, মহাম্মদ দানীউল হক লিখেছেন 'সারস্বত ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সারাৎসার', 'আবদুল রসুলের সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শন' বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া। এছাড়াও রয়েছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা ও গল্প।

নবপর্যায়ে ৬৯-তম সংখ্যাটি কবিতাবিষয়ক একটি বিশেষ সংখ্যা। এই সংখ্যাটি বিশ শতকের নব্বই দশক ও একুশ শতকের প্রথম দশকের মোট ৪২ জন কবির গুচ্ছ কবিতা নিয়ে পরিকল্পিত।

নবপর্যায়ে ৭০-তম সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য বাংলাদেশের লিটলম্যাগ। 'বাংলাদেশের লিটলম্যাগ' শিরোনামে লিখেছেন শহীদ ইকবাল; 'সাম্প্রতিক কিছু লিটলম্যাগ' শিরোনামে লিখেছেন সুদেব চক্রবর্তী, রাকিবুল রকি, সরদার মাহফুজ, অনার্য মুর্শিদ; 'সাম্প্রতিক লিটলম্যাগ: এক দ্রুতরেখ পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন পিয়াস মজিদ; মোজাফফর হোসেন লিখেছেন 'ছোটোকাগজ: বাংলাদেশের বিবর্তিত সাহিত্যের কথক' শিরোনামে। রেজওয়ান তানিম অনুবাদ করেছেন পাবলো নেরুদার পাঁচটি কবিতা। এছাড়াও রয়েছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-আলোচনা।

নবপর্যায়ে ৭১-তম সংখ্যার মূল প্রতিপাদ্য কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁর ওপরে 'নজরুলচর্চার প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন এম. এম. আকাশ; 'পূজারিণী : এক স্মৃতিনারী' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছেন বেগম আকতার কামাল; অদিতি ফাল্গুনী লিখেছেন নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসের ওপর 'বিশ্ব প্রলেতারিয়েত সাহিত্যের মানচিত্র এবং নজরুলের *মৃত্যুক্ষুধা*' শিরোনামে; রাজু আলাউদ্দিন লিখেছেন 'মারিয়ার নজরুল' শীর্ষক প্রবন্ধ। ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে নজরুল একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত নজরুল-উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বাণী প্রদান করেছিলেন তা মুদ্রিত হয়েছে 'নজরুল বাঙালির স্বাধীন সত্তার ঐতিহাসিক রূপকার' শিরোনামে। করুণাময় গোস্বামী ও সুধীন দাশের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছে; এছাড়াও রয়েছে উত্তরাধিকারের নিয়মিত বিষয় কবিতা ও গল্প।

৭.২ ধানশালিকের দেশ

ধানশালিকের দেশ বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত শিশু-কিশোর উপযোগী একটি নিয়মিত সৃজনশীল ত্রৈমাসিক পত্রিকা। দীর্ঘদিন যাবৎ এই পত্রিকার প্রকাশনা অব্যাহত রয়েছে। এই বিশেষ সাময়িকীটিতে দেশের শীর্ষ-সাহিত্যিক, কবি ও ছড়াকারদের শিশু-কিশোর উপযোগী লেখা মুদ্রিত হয়; দেশের প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ লেখকদের পাশাপাশি এই পত্রিকায় সম্ভাবনাময় কিশোর ও নবীন লেখকদের লেখাও প্রকাশিত হয়। ইতোমধ্যে পত্রিকাটির আলোড়ন সৃষ্টিকারী জাদুঘর সংখ্যা, নদী সংখ্যা, পিঁপড়া সংখ্যা, হাতি সংখ্যা, গোলাপ সংখ্যাসহ অনেক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত ও পাঠক-সমাদৃত হয়েছে। তন্মধ্যে সম্প্রতি প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু' সংখ্যাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি সুধী পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। পরবর্তী সংখ্যাটি বর্ধিত আকারের বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। বর্তমানে পত্রিকাটির ৪৫বর্ষ ১ম-৪র্থ সংখ্যা (জানুয়ারি-ডিসেম্বর ২০১৭) যৌথসংখ্যা যন্ত্রস্থ। গত কয়েক সংখ্যা থেকে পত্রিকাটিতে সংযোজিত হয়েছে কিছু নতুন বিভাগ : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক সেলিনা হোসেন রচিত মোল্লা নাসিরুদ্দীন হোজ্জার জীবনী ও তাঁর গল্পের রূপান্তরভিত্তিক

ধারাবাহিক কিশোর-উপন্যাস, বিশ্বসাহিত্য থেকে অনূদিত গল্প ও উপন্যাস, শিশু-কিশোরদের প্রশ্নোত্তর বিভাগ 'মাথায় যত প্রশ্ন আসে'– যাতে মুক্তিযুদ্ধ, বিজ্ঞান, তথ্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা, গণিত ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে শিশু-কিশোরদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন বরেণ্য লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, কম্পিউটার-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ জনাব মোস্তাফা জব্বারসহ দেশের খ্যাতনামা লেখক, বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদগণ। থাকছে কার্টুনিস্ট আহসান হাবীবের নিয়মিত কার্টুন-কমিকস্ 'বিজ্ঞানী বঙ্কু' এবং শিশু-কিশোরদের আঁকা ও লেখা নিয়ে আলাদা বিভাগ 'কচি হাতের তুলি-কলম'। বিভিন্ন বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বর্ধিত কলেবরের বিশেষ সংখ্যা। উল্লেখ্য, প্রতিটি বিশেষ সংখ্যার মধ্যে ধারাবাহিক বিভাগ ও পর্বসমূহ অব্যাহতভাবে মুদ্রিত হবে।

৭.৩ বাংলা একাডেমি পত্রিকা

বাংলা একাডেমি পত্রিকা বাংলাদেশের প্রথম গবেষণা পত্রিকা হিসেবে ১৯৫৭ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এ পত্রিকা মূলত একটি গবেষণাধর্মী ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে।

৮. উৎসব-অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন

৮.১ বাংলা একাডেমির ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমির ৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ৩রা ডিসেম্বর ২০১৬/১৯শে অগ্রহায়ণ ১৪২৩ উপলক্ষ্যে একাডেমি বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৯:০০টায় একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খানের নেতৃত্বে বাংলা একাডেমির স্বপ্নদ্রষ্টা ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সমাধীতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর মহান ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির রবীন্দ্রচত্বরে আয়োজন করা হয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *বাংলা একাডেমি : বাঙালির মননতীর্থ* শীর্ষক বক্তৃতা প্রদান করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, লেখক-গবেষক অধ্যাপক পবিত্র সরকার। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান।

৬১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শুভেচ্ছা জানিয়ে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাংলা একাডেমি বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক বিকাশের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ১৯৭৪ সালে বাংলা একাডেমি প্রথম আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়সহ দেশি-বিদেশি প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, বাংলা সাহিত্যের একটি সামগ্রিক ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি উদ্‌যোগ নিয়েছে।

বাংলা একাডেমি : বাঙালির মননতীর্থ শীর্ষক বক্তৃতায় অধ্যাপক পবিত্র সরকার বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য একাডেমিগুলোর সঙ্গে বাংলা একাডেমির মূল পার্থক্য হল, আর কোনও দেশের একাডেমির পিছনে ভাষাশহিদদের রক্তদানের ইতিহাস নেই, মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার জন্য, মাতৃভাষায় প্রকাশের অধিকার অব্যাহত রাখার জন্য জীবন উৎসর্গের মমর্ন্তুদ ঘটনার এমন নজির নেই। ওই আত্মদানের ভিত থেকে বাঙালির জাতিসত্তা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, সে যে সব স্বপ্ন দেখেছিল তারই একটির মূর্ত রূপ হল 'বাংলা একাডেমি' । আর একটি স্বপ্ন এক স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাভাষী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের দৃপ্ত নেতৃত্বে পরে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্নের রূপ বলেই বাংলা একাডেমি অন্য সব একাডেমি/অকাদেমি/আকাদেমির থেকে স্বতন্ত্র, অন্য কোনও একাডেমির মতো বিদ্যাগত সিদ্ধান্তের ফলও নয়। এ একাডেমি একটি জাতিসত্তার মিলিত স্বপ্নের পরিণাম। তিনি বলেন, পৃথিবীর আর কোনও একাডেমিই সমগ্র জাতির এমন প্রাণের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেনি। ষোলো কোটি বাংলাদেশের বাঙালি শুধু নয়, পৃথিবীর সমস্ত বঙ্গভাষীর শ্রদ্ধা আর ভালোবাসাকে এই প্রতিষ্ঠান নিরন্তর আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার এই স্বপ্নের শিখর বাংলা একাডেমিও ক্রমশ তার ঈপ্সিত সাফল্য অর্জন করুক– ছয় দশক পেরিয়ে বাংলা একাডেমির একষট্টিতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের সকলের এই কামনা।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, প্রবন্ধকার অধ্যাপক পবিত্র সরকারের ভাষণ অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ। বাংলা একাডেমি বাঙালি জাতিসত্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রতীক। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলা ভাষায় যে বানানরীতি চালু করেছে তা এদেশে সর্বাধিক প্রচলিত। একাডেমির বানানরীতির বাহিরে গেলে সেখানে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। তিনি বলেন, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগারকে আরো সমৃদ্ধশালী করতে হবে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী ফরিদা পারভীন, লিলি ইসলাম এবং খায়রুল আনাম শাকিল।

এছাড়া অনুষ্ঠানে ভারতের মুজিবর রহমানের গবেষণা, চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন ও সময়* শীর্ষক তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

৮.২ নববর্ষ উদ্‌যাপন

বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ১লা বৈশাখ ১৪২৪/১৪ এপ্রিল ২০১৭ শুক্রবার সকাল ৭:৩০টায় একাডেমির রবীন্দ্র-চত্বরে নববর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বর্ষবরণ, একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। নববর্ষ বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক অজয় রায়। সভাপতিত্ব করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কামাল লোহানী। বাংলা নববর্ষ ১৪২৪ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একাডেমি প্রকাশিত বইয়ের আড়ং শুরু হয়। ১লা বৈশাখ থেকে ১০ই বৈশাখ পর্যন্ত বইয়ের আড়ং

অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন বেলা ১০:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত আড়ং খোলা থাকে।

বাংলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)-এর যৌথ উদ্‌যোগে ১-১০ বৈশাখ ১৪২৪ (১৪-২৩ এপ্রিল ২০১৭) বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে ১০ দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করে। ১লা বৈশাখ ১৪২৪/১৪ এপ্রিল ২০১৭ শুক্রবার বিকেল ৪:০০টায় শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু *এমপি* প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেলার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর *এমপি* এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি। সভাপতিত্ব করেন বিসিক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখার। মেলা চলে প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা থেকে রাত ৮:০০টা পর্যন্ত। প্রতি সন্ধ্যায় মেলা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

৮.৩ মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

বাংলা একাডেমি ২রা পৌষ ১৪২৩/১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬ শুক্রবার মহান বিজয় উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৮:০০টায় একাডেমির পক্ষ থেকে সাভারস্থ জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *সামাজিক নীতিমালা, দারিদ্র্য ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মো. মশিউর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইতিহাসবিদ অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক আবেদ খান এবং নাঈমুল ইসলাম খান। সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বিজয় দিবস আমাদের জন্য বেদনারও দিবস কারণ এই বিজয় অর্জনের জন্য আমরা হারিয়েছি লক্ষ লক্ষ মানুষকে। তবে লাখো শহিদের রক্তে ভেজা বাংলাদেশ আজ বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সূচকে পাশ্ববর্তী দেশসমূহ থেকে এগিয়ে রয়েছে– এ আমাদের পরম গৌরবের বিষয়।

প্রাবন্ধিক অধ্যাপক মো. মশিউর রহমান বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে কেবল সংখ্যাতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে চলবে না বরং মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকেও দেখতে হবে। স্বাধীনতার পঁয়তাল্লিশ বছর পেরিয়ে আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছি তার সমান্তরালে প্রান্তিক মানুষের স্বশাসন ও সামাজিক নিরাপত্তা-বলয় নিশ্চিতকরণের বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। কারণ এর মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক অধিকারের সুফল মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে।

আলোচকবৃন্দ বলেন, শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নয় মুক্তিযুদ্ধের চেতনা অর্থাৎ সাম্য, সামাজিক ন্যায়বিচার ও মানবিক মর্যাদার প্রবৃদ্ধির বিষয়টিও বাংলাদেশ প্রসঙ্গে যে কোনো আলোচনায় বিবেচ্য হওয়া আবশ্যক। স্বাধীনতা মানে কেবল ভূখণ্ডগত কোন অর্জন নয় বরং একই সঙ্গে আত্মমর্যাদার প্রতিষ্ঠাকরণও বটে। এই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার প্রয়োজন। তাঁরা বলেন, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ কয়েকটি সেক্টরে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে বিভিন্ন সেক্টরে এখনো নানামুখী মুক্তিসংগ্রাম চলছে। কেননা সাধারণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিজয় আজও অর্জিত হয়নি।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ী বাংলাদেশে সকল মানুষের সমান অধিকার ও সার্বিক বিজয় নিশ্চিত করার জন্য যে পরিসর তৈরি করা প্রয়োজন আমরা সেক্ষেত্রে কিছুটা ব্যর্থ হয়েছি। তাই এদেশে এখনো নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জের মতো সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মৌলবাদের প্রকোপ লক্ষ করা যায়। তিনি বলেন, পঁয়তাল্লিশতম বিজয় দিবসের অঙ্গীকার হোক সকল অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এক হয়ে বিজয়ী বাংলাদেশের পতাকা উর্ধ্বে তুলে ধরা।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী আবদুল হালিম খান, খ্রীষ্টফার গমেজ, শিমু রানী দে এবং তানজিনা করিম স্বরলিপি।

৮.৪ শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি ৩০শে অগ্রহায়ণ ১৪২৩/১৪ই ডিসেম্বর ২০১৬ বুধবার শহিদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে। সকাল ৮:০০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়স্থ বুদ্ধিজীবী সমাধিসৌধ, মিরপুরস্থ শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ এবং রায়েরবাজার শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে দিনের কর্মসূচি শুরু হয়। বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির নজরুল মঞ্চে শহিদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *বুদ্ধিজীবীর দায়* ও *বাংলাদেশ* শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক এ এম মাসুদুজ্জামান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপক মেসবাহ কামাল এবং অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বুদ্ধিজীবীরা হচ্ছেন সমাজের আত্মার কারিগর। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের উন্মেষলগ্নে যে ঘাতকেরা দায়বদ্ধ-মুক্তিকামী বুদ্ধিজীবীদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, আজ সেই ঘাতকচক্রের সঙ্গেই এদেশের অনেক রাজনৈতিক গোষ্ঠী মিত্রতা করছে যা শহিদের রক্তের সঙ্গে প্রতারণার শামিল।

প্রবন্ধকার অধ্যাপক এ এম মাসুদুজ্জামান বলেন, পাকিস্তানি নরঘাতকেরা একাত্তরে শুধু লেখক ও কবিদের হত্যা করেনি, এ দেশের মেধাবী অনেক সন্তান-আইনজীবী, শিক্ষককেও রেহাই দেয়নি। তাদের লক্ষ ছিল বাংলাদেশকে

মেধাশূন্য করা, সেই সঙ্গে দেশকে বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দেওয়া। ঘটেছিলও তাই– আমাদের চোখের সামনেই ঘটেছে ইতিহাস বিকৃতি। বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের নতুন তত্ত্বের অবতারণা হয়েছে। সামরিকতন্ত্র, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উত্থানও ঘটেছে এই পথেই। দুঃখজনক হলেও সত্যি, এই বিভ্রান্তির মূলেও আছেন আরেক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী-গ্রামসি যারা 'প্রথাগত' জনবিরোধী বুদ্ধিজীবী হিসেবে চিহ্নিত। তারা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভাবনা থেকে সরে এসে বাংলাদেশকে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বলেন, এই বাস্তবতায় আমাদের সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের গণমুখী ভূমিকা গ্রহণ করা প্রয়োজন। মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মানুষে মানুষে বিভক্তি নয়, অগণতান্ত্রিক বৈষম্য নয়; বরং মানবিক, বৈষম্যহীন, অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক মৌল মতাদর্শের ভিত্তিতে যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, যার জন্যে আমাদের অসংখ্য শহিদ বুদ্ধিজীবীরা আত্মাহুতি দিয়ে গেছেন, ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হোক সেরকমই এক বাংলাদেশ।

আলোচকবৃন্দ বলেন, শহিদ বুদ্ধিজীবীদের স্বপ্ন স্বাধীন বাংলাদেশে পদে পদে ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে নাসিরনগর ও গোবিন্দগঞ্জে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলায়। সমাজের যে বহুত্ববাদী নীতি গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বর্ধন করে তাকে ধারণ করতে আমরা ও আমাদের বুদ্ধিজীবীরা অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছেন। তাই সমাজে জঙ্গি-মৌলবাদী চিন্তার বিকাশ ঘটছে। প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষও প্রতিক্রিয়াশীলতার নষ্টস্রোতকে রোধ করতে পারছে না। স্বাধীন বুদ্ধিজীবীতার চর্চা করতে গিয়ে হুমায়ুন আজাদ থেকে অভিজিৎ রায় পর্যন্ত অনেক দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবী প্রাণ দিচ্ছেন প্রতিনিয়ত। তারা বলেন, এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য স্বাধীন বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা চর্চার পাশাপাশি সক্রিয়তার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের সংগ্রাম এগিয়ে নিতে হবে।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বুদ্ধিজীবী দিবসে শোক, স্মরণ ও শ্রদ্ধার অনুভব আমাদের ঘিরে থাকে। একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবীরা পাকিস্তানি ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের গণবিরোধী নীতিকে 'না' বলেছিলেন। প্রশ্নশীলতা বুদ্ধিজীবীতার প্রধান শর্ত কিন্তু আজ আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রশ্নশীলতার পরিবর্তে সংকীর্ণ স্বার্থমূলক বশ্যতার প্রতাপ চোখে পড়ছে। তিনি বলেন, একাত্তরে আমাদের সম্মিলিত স্বপ্ন ছিল সমাজ পরিবর্তনের, অগ্রসর জাতীয়তাবাদের, গণতান্ত্রিক অনুশীলনের। কিন্তু আমরা স্বাধীন বাংলাদেশে অভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তে তিন ধারার বৈষম্যমূলক শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটিয়েছি, জ্ঞানের অনুশীলনকে গৌণ করেছি, বৈষম্য আরো বৃদ্ধি করেছি। জনবুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জ্ঞানের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের ঐক্যসাধনের মধ্য দিয়ে আমরা এই বাস্তবতা অতিক্রম করে একাত্তরের স্বপ্নকে সত্য করতে সক্ষম হবো।

৯. একক বক্তৃতানুষ্ঠান

৯.১ ৭ই মার্চের ভাষণ বিষয়ে একক বক্তৃতা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২৩ ফাল্গুন ১৪২৩ / ৭ই মার্চ ২০১৭ মঙ্গলবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে *বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা* শীর্ষক একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন ইতিহাসবিদ ড. ফিরোজ মাহমুদ। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ভাষণ। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা বারংবার উচ্চারণ করেছেন। সম্প্রতি মানব-ইতিহাসের সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ স্বীকৃতি পেয়েছে, যা জাতি হিসেবে আমাদের জন্য পরম আনন্দ ও গর্বের বিষয়।

একক বক্তৃতায় প্রদান করে ড. ফিরোজ মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণের আলোচনায় তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণার বিষয়টি খুবই প্রাসঙ্গিক। কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার ইতিহাস শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বিশ্ব-ইতিহাসের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার ভাষণ এবং এই ভাষণ থেকে উৎসারিত বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাগুলো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার ঘোষণা। ১৯৭১ সালের মার্চে পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের কোটি কোটি লোক জানতে পারে যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন যা মানবজাতির ইতিহাসে অনন্য।

সভাপতির বক্তব্যে ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল ইসলাম বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা এক ও অবিচ্ছেদ্য বিষয়। স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর কাছে কোন আকস্মিক বিষয় ছিল না বরং ধারাবাহিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অনিবার্য জাতীয় স্বাধীনতার দিকে তিনি বাংলার জনগণকে প্রস্তুত করেছিলেন। 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' -এই ঐতিহাসিক ঘোষণার মধ্যে যেমন দেশের ভৌগোলিক স্বাধীনতার কথা অন্তর্ভুক্ত ছিল তেমনি মানুষের সার্বিক মুক্তি ও কল্যাণের আকাঙ্ক্ষাও ধারণ করেছে ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধুর ভাষণ।

৯.২ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪১তম শাহাদাতবার্ষিকী ও জাতীয় শোকদিবস উপলক্ষ্যে ৩০শে শ্রাবণ ১৪২৩/১৪ই আগস্ট ২০১৬ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী এবং বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারার বিবর্তন* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক ফকরুল আলম। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির

সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। এছাড়াও বিকেল ৫:০০টায় নাগিশা ওশিমা নির্মিত *জয় বাংলা* প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কেবল কান্না নয়, এখন তাঁকে নিয়ে ভাববার সময় এসেছে। ১৯৭৫-এর শত্রুপক্ষ বসে নেই। তারা আরো শক্তি সঞ্চয় করে আঘাত হানার চেষ্টা করছে; কিন্তু যতদিন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং বাংলার প্রগতিশীল মানুষ বেঁচে থাকবে ততোদিন বাংলার মাটিতে উগ্রবাদীদের ঠাঁই হবে না। তিনি বলেন, তরুণ সমাজকে আরো চিন্তাশীল হতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে সঠিকভাবে জানতে ও বুঝতে হবে। তবেই বাংলার মানুষ সঠিক লক্ষ্যে ধাবিত হবে।

একক বক্তা অধ্যাপক ফকরুল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা হাজার বছরে একবারই আসেন। তিনি চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত লেখা, বক্তৃতা এবং চিঠিপত্র। বঙ্গবন্ধু যে বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আজও গড়ে ওঠেনি। তিনি বলেন, অসমাপ্ত আত্মজীবনী সকলকে পাঠ করতে হবে শুধুমাত্র বঙ্গবন্ধুর জীবনীর প্রথম ৩৪ বছরের আখ্যান হিসেবে নয়, এখানে আমরা তাঁর চিন্তাধারার বিবর্তনের বর্ণনা এবং আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে মৌলিক চিন্তার সাক্ষাৎ পাই। তিনি আরো বলেন, রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু যতই জড়িয়ে যাচ্ছিলেন ততোই তিনি উপলব্ধি করেন, রাজনীতি করার মূল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, তাদের শোষকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া এবং জনগণের মুক্তির জন্য চেষ্টা করা।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুকে ৪১ বছর আগে হত্যা করেছিল, তারা মনে করেছিল বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস ও মানুষের মন থেকে তাঁকে সরানো যাবে, সেটা আজ মিথ্যা প্রমাণিত। তিনি বলেন, গুলশানের জঙ্গিহামলা বাংলাদেশের জন্য একেবারেই অপ্রত্যাশিত। এই জঙ্গিবাদ আমাদের বিকারের একটি প্রতিফলন, বাঙালির স্বভাবের নয়। বাঙালির স্বভাবসুলভ চেতনা দিয়ে এই বিকার রোধ করা সম্ভব হলে বঙ্গবন্ধুর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

৯.৩ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৭৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ২৩শে শ্রাবণ ১৪২৩/৭ই আগস্ট ২০১৬ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে একক বক্তৃতা, সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং রবীন্দ্র পুরস্কার-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। রবীন্দ্রবিষয়ক একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, অধ্যাপক সৈয়দ আজিজুল হক, অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ আকরম হোসেন এবং রবীন্দ্রসংগীতচর্চায় বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী তপন মাহমুদকে *রবীন্দ্রপুরস্কার-২০১৬* প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত দু'জনের হাতে পুষ্পস্তবক, সম্মাননা স্মারক, সম্মাননাপত্র এবং পুরস্কারের অর্থমূল্য ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকার চেক তুলে দেন বাংলা একাডেমির সভাপতি অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এবং মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতীয়তাবোধ নির্মাণ এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পুরোধা। ষাটের দশকে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যেমন হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সাংস্কৃতিক সত্তার অপরিহার্য অংশ ঠিক তেমনি আজ জঙ্গি-সন্ত্রাস মোকাবেলায় রবীন্দ্রচেতনায় সম্ভব হতে পারে বাঙালিত্বের নবউদ্বোধন।

বর্তমান বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রাসঙ্গিকতা শীর্ষক একক বক্তৃতায় অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা বলেন, রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন সত্য ও সুন্দরের সাধনা করে গেছেন। গেয়েছেন মানবমঙ্গলের গান। মানুষের সংকটে, সংকল্পে রবীন্দ্রনাথের বাণী যেন অমৃতধারার মতো বয়ে চলে অনুভবের নদীতে। তিনি বলেন, ব্যক্তিমানুষের অন্তর্গত বিষাদ-মোচনে রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর জীবন ও সৃষ্টি নিয়ে প্রেরণার কাজ করেন, তেমনি সমাজ, দেশ ও বৈশ্বিক সংকটেও তিনি দিয়ে চলেন মুক্তির নির্দেশনা।

পুরস্কারপ্রাপ্তের অনুভূতি প্রকাশ করে সৈয়দ আকরম হোসেন বলেন, ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমির কাছ থেকে রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তি এক আনন্দদায়ক বিষয়। তিনি বলেন, সভ্যতার যান্ত্রিক বিকাশের পাশাপাশি যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের চেতনায় হৃদয়বৃত্তির অনুশীলন করতে সক্ষম হই তবেই বর্তমান সংকটময় দেশীয় ও বিশ্ব-পরিস্থিতির ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটতে পারে।

অনুভূতি প্রকাশ করে তপন মাহমুদ বলেন, আজ সারাদেশে যে সাংস্কৃতিক শূন্যতা বিরাজ করছে তা নিরসন করতে দেশের তরুণ প্রজন্মকে রবীন্দ্ররচনার সান্নিধ্য দান এবং তৃণমূলে সাংস্কৃতিক বিস্তার অত্যন্ত জরুরি বিষয়।

সভাপতির ভাষণে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, রবীন্দ্রনাথ বাঙালি, ভারতীয় ইত্যাদি পরস্পর-সম্পৃক্ত নানা বৃত্তের মধ্যে বাস করেও ছিলেন একজন বিশ্বনাগরিক। বাঙালিত্বের পরিচয়কে তিনি তাঁর জীবনচর্যায় মুখ্য করে তুলেছেন কিন্তু একই সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও বিভাজনমূলক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথের মতো একই সঙ্গে বাঙালিত্ব ও আন্তর্জাতিকতার সদর্থকবোধ লালন করার মধ্য দিয়েই আমরা সম্মুখযাত্রার দিশা পেতে পারি।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র-কবিতার আবৃত্তি পরিবেশন করেন আবৃত্তিশিল্পী মাহিদুন ইসলাম। সংগীত পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী ফাহিম হোসেন চৌধুরী এবং অদিতি মহসিন।

৯.৪ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪/২৫ মে ২০১৭ বৃহস্পতিবার জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১৮-তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিস্তারিত কর্মসূচি গ্রহণ করে।

সকাল ৭:০০টায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে জাতীয় কবির সমাধিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিকেল ৫:৩০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে একক বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। *আজ নজরুল চর্চার বিশেষ প্রয়োজন* শীর্ষক একক বক্তৃতা প্রদান করেন অধ্যাপক এম এম আকাশ। সভাপতিত্ব করেন বাংলা একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী।

স্বাগত ভাষণ প্রদান করে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, নজরুল বহু অবদানের মধ্যে অন্তত দু'টি অবদানকে আজ আমরা গুরুত্ব দিয়ে স্মরণ করতে পারি। প্রথমত, তিনি পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বাঙালি চেতনায় বিশ্বাসী করে তোলেন এবং দ্বিতীয়ত, বাঙালি মুসলমানদের সংগীতমুখী করে তোলেন।

একক বক্তৃতায় অধ্যাপক এম এম আকাশ বলেন, নজরুলের নিজস্ব ধর্ম প্রচলিত ট্র্যাডিশানাল ইসলাম বা হিন্দু ধর্ম ছিল না। তা ছিল মূলত মানবধর্ম এবং বিশেষভাবে শোষিত-নির্যাতিত-উৎপীড়িত মানুষের ধর্ম। বাইরের প্রকাশ বা রূপ দেখে অনেক গোঁড়া মুসলমান যেমন নজরুলকে ইসলামের খাঁচায় পুরে বিচার করতে চেয়েছিলেন, তেমনি আবার তাঁর হিন্দু ধর্মের রূপকগুলি অবাধে ব্যবহারের কারণে তাঁকে 'কাফির' বলতেও অনেকে কুণ্ঠিত হননি। তিনি বলেন, আমাদের বুঝতে হবে তিনি ছিলেন হিন্দু-মুসলমানের নিজ নিজ সংস্কৃতির যা কিছু মহৎ এবং ভাল তার পারস্পরিক স্বীকৃতি ও এক ধরনের মিলনের প্রতীক। আজকে বাংলাদেশে ধর্মের নামে যে বাড়াবাড়ি আমরা দেখি সেখানে নজরুলের জীবনচর্চা ও লেখনী এক ভারসাম্য স্থাপনকারী মহৌষধরূপে কাজ করতে পারে বলে মনে হয়। তাই নজরুলচর্চার প্রয়োজন আজ আরো বেড়েছে। সচেতনভাবে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। শুধু নজরুলজয়ন্তী অনুষ্ঠান করে ক্ষান্তি দিলে হবে না।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, নজরুলের জীবন ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি সাধারণ মানুষের উত্থানকে সমর্থন করেছেন, জয়গান গেয়েছেন। সর্বমানবিক মঙ্গলের কবি নজরুলকে আমরা আজও প্রাসঙ্গিকরূপে অনুভব করি আমাদের সাহিত্যে ও জীবনে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নজরুলগীতি পরিবেশন করেন বরেণ্য শিল্পী মুস্তাফা জামান আব্বাসী।

৯.৫ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতা

বাংলা একাডেমি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪০তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১৩ই ভাদ্র ১৪২৩/২৮শে আগস্ট ২০১৬ রবিবার বিকেল ৪:০০টায় একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে নজরুল বিষয়ক একক

বক্তৃতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান। একক বক্তৃতা প্রদান করেন বিশিষ্ট গবেষক-প্রাবন্ধিক, কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরী। সভাপতিত্ব করেন প্রখ্যাত নজরুল গবেষক ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য কবি কাজী রোজী, কবি আজিজুর রহমান আজিজ, কথাসাহিত্যিক আনিসুল হক, নজরুল গবেষক বাবু রহমান প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান বলেন, বাঙালির দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। নজরুলের *বিদ্রোহী* কবিতা এবং বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতাকামী আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছে বিপুলভাবে।

একক বক্তা অধ্যাপক ড. আবুল আহসান চৌধুরী বলেন, রবীন্দ্র-সমকালে নজরুলের বিস্ময়কর উত্থান ও বিকাশ শুধু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, বাঙালি জাতির সামগ্রিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতেও তাৎপর্যপূর্ণ। সামরিক বাহিনীতে যুক্ততা তাঁর সৃজনশীলতায় এনেছে নতুন মাত্রা। ঠিক তেমনি কমিউনিজমের সঙ্গে সংযোগ তাঁর মননে সাম্যবাদী চেতনার সঞ্চার করেছে। সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও রাজনীতি এই তিন ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণ সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন তা বাঙালি জাতিকে তাঁর কাছে চিরস্মরনীয় করে রাখবে। তিনি বলেন, পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ ছিল নজরুলের বিশেষ অনুধ্যানের বিষয়। তাই তাঁর কবিতা ও অন্যান্য রচনায় বারবার ফুটে ওঠেছে এই অমর বাক্য 'বাংলার জয় হোক, বাঙালির জয় হোক'।

সভাপতির বক্তব্যে ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, নজরুল প্রবলভাবে জাতীয়তাবাদী এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী কবি-শিল্পী। তুরস্ক সালতানাতের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক ছিলেন নজরুলের নায়ক। একই সঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে গত শতাব্দীর শুরুর দিকে পরিচালিত স্বাধীনতাকামী এবং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুসলিম জাগরণের নেতা যেমন সাদ জগলুল পাশা, আমানুল্লাহ, আবদুল করিম ছিলেন নজরুলের কবিতা ও গানের বিষয়। তিনি বলেন, আজকে ইসলামের নামে ধর্মীয় উগ্রতা ও জঙ্গিবাদের প্রতাপের বাস্তবতায় নজরুলের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন প্রজন্ম অসাম্প্রদায়িক এবং প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হলেই শান্তি ও সমৃদ্ধির পৃথিবী গড়ে ওঠতে পারে।

সাংস্কৃতিক পর্বে নজরুলের *কুলি-মজুর* কবিতা আবৃত্তি করেন মো. বেলায়েত হোসেন; নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পী প্রিয়াংকা গোপ, বিজন চন্দ্র মিস্ত্রী, কমলিকা চক্রবর্তী প্রমুখ।

১০. অমর একুশে গ্রন্থমেলা

১০.১ গ্রন্থমেলার ইতিহাস

ইউনেস্কো ১৯৭২ সালকে আন্তর্জাতিক গ্রন্থবর্ষ ঘোষণা করে। সে উপলক্ষ্যে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের তৎকালীন পরিচালক *সরদার জয়েনউদ্দিন* বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার আয়োজন করেন। এতে ভারত, জাপান, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশ অংশগ্রহণ করে। এই বইমেলাই ছিল নব্যস্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম বইমেলা। বাংলাদেশে এই প্রথম বইমেলা আয়োজনের কৃতিত্ব সরদার জয়েনউদ্দিনের। এই বইমেলার স্লোগান ছিল : 'সবার জন্য বই'।

১৯৭৪ সালের জাতীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষ্যে মুক্তধারার চিত্তরঞ্জন সাহা, স্টান্ডার্ড পাবলিশার্সের রুহুল আমিন নিজামী এবং বর্ণমিছিলের তাজুল ইসলাম প্রমুখ প্রকাশক তাঁদের বই নিয়ে একাডেমি প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে পসরা সাজিয়ে বসেন। ঐ বছর থেকে একুশ উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমির নিজস্ব প্রকাশনা হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রি শুরু হয়। একাডেমি ঐ বছরে প্রকাশ করে *লেখক পরিচিতি* নামে একটি ছোট বই।

পরবর্তীকালে চিত্তরঞ্জন সাহা ধীরে ধীরে বইমেলা এবং প্রকাশনা শিল্পকে একটি পেশাগত রূপ দিতে সচেষ্ট হন। তিনি নিজে জাপানে মুদ্রণ ও প্রকাশনা শিল্প সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন এবং তাঁর প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক আবদুল হাফিজকেও জাপান থেকেই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেন। ঐ সময়ে শুধু তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'মুক্তধারা' প্রকাশনা সংস্থাতেই পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা (review) ও সম্পাদনার ব্যবস্থা ছিল। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে পেশাগত স্তরে উন্নীত করার প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন শ্রী সাহা।

১৯৮৩ সালে এসে বর্তমান বইমেলার জন্য একটি নীতিমালা ও নিয়মাবলি প্রণীত হয়। কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার ছাত্রমিছিলে ট্রাক তুলে দেয়ায় দু'জন ছাত্র নিহত হন এবং সে-বছর মেলা আর অনুষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮৪ সাল থেকে শুরু হয় 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'। এই মেলার মূল স্লোগান ছিল : 'একুশে আমাদের পরিচয়'।

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে যে সাংস্কৃতিক জাগরণের সূচনা হয়, তার প্রথম সংহত অভিব্যক্তি অমর একুশে গ্রন্থমেলা। দেশের সংস্কৃতিবিকাশের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গ্রন্থমেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই মেলাকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে গড়ে উঠছে বিভিন্ন সৃজনশীল প্রকাশনা সংস্থা। পাশাপাশি বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঠক সমাজ। সাহিত্য ও সৃজনশীল চিন্তা-চেতনার যাঁরা নিরন্তর সাধক, তাঁদের সংখ্যাও বাড়ছে ক্রমশ। গ্রন্থমেলাকে উপলক্ষ্য করে কেবল দেশের নানাপ্রান্ত থেকে নয়, বিদেশে বসবাসরত বাঙালির মধ্য থেকেও বাংলা ভাষাপ্রেমী বইপ্রেমী মানুষেরা এই মেলায় ছুটে আসেন। বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, গণমাধ্যম-কর্মী, সাহিত্যপত্র-লিটল ম্যাগাজিনের উদ্যোক্তা, গবেষণা সংস্থা ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সর্বোপরি লেখক ও পাঠকের সমাবেশে বাংলা একাডেমির একুশের এই আয়োজন অনন্যসাধারণ। মূলত বাংলা একাডেমির বইমেলার মাধ্যমে বাংলাদেশে এক নতুন সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত ঘটেছে।

১০.২ অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতিবেদন ২০১৭

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা ফেব্রুয়ারি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মাসব্যাপি গ্রন্থমেলা ও অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতি গ্রন্থমেলার সৌন্দর্য ও গাম্ভীর্যকে ভিন্নতর মাত্রা দান করে। এবারের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চীন, অস্ট্রিয়া, পুয়ের্তোরিকো, জার্মানি, ভারত ইত্যাদি দেশের কবি-সাহিত্যিকেরা বক্তব্য রাখেন। চারদিনের আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে প্রথম দিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ছাড়া আমন্ত্রিত বিদেশি ও দেশি অতিথি ও সাহিত্যিকদের নিয়ে ১৬টি পর্বে বক্তব্য/প্রবন্ধ উপস্থাপন/আলোচনা/স্বরচিত কবিতা পাঠ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন কেবল বিশ্ব পরিসরে আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে সহায়ক হয়নি, গ্রন্থমেলা সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণেও সহায়তা করে।

গ্রন্থমেলা ও সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী *বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার-২০১৬* প্রাপ্ত লেখকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এবার বাংলা একাডেমি ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যান মিলে রেকর্ডসংখ্যক অর্থাৎ ৪১১টি প্রতিষ্ঠানকে ৬৬৭ ইউনিট স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। ১৩টি প্রতিষ্ঠানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্যাভিলিয়ন বরাদ্দ দেয়া হয়। বাংলা একাডেমির দু'টি প্যাভিলিয়ন ছিল। একটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং অন্যটি একাডেমি প্রাঙ্গণে। এবার এক ইউনিটের ২০৩টি, দুই ইউনিটের ১৩৯টি, তিন ইউনিটের ৩৪টি এবং চার ইউনিটের ২১টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়। শিশুদের জন্য ৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৬১টি ইউনিটের স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়।

শিশুকর্নারে ৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে ৬১টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এবার শিশুকর্নারকে বিশেষভাবে সাজানো হয়েছিল। মেলায় শিশুদের চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল। শিশু-কিশোরদের জন্য বাংলা একাডেমি সাধারণ জ্ঞান ও উপস্থিত বক্তৃতা, সংগীত এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল। এবার ৮ দিন শিশু প্রহর ছিল। এসব দিনে এবং অন্যান্য দিনেও শিশুরা তাদের অভিভাকদের সঙ্গে মেলায় এসেছে, আনন্দ করেছে এবং ইচ্ছামতো বই কিনেছে। শিশুদের আগমণে প্রতিদিন আমাদের মেলা নতুন প্রাণে জেগে উঠতো।

১০০টি লিটল ম্যাগাজিনকে বর্ধমান হাউসের দক্ষিণ পাশে লিটলম্যাগ চত্বরে স্থান বরাদ্দ দেয়া হয়। এবার লিটলম্যাগ চত্বরে স্টল পরিচালনার জন্য নীতিমালায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়। যে লিটলম্যাগের নাম স্টল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকে কেবল সেই লিটলম্যাগ প্রদর্শন ও বিক্রি করবেন এই শর্ত আরোপ করা হয়েছিল।

বইমেলার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান অংশকে ১২টি চত্বরে বিভক্ত করা হয়। ১২ জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও লেখকের নামে উৎসর্গ করা হয়। যাঁদের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ১২টি চত্বর উৎসর্গ করা হয় তাঁরা হলেন : সৈয়দ শামসুল হক, শওকত ওসমান, রফিক আজাদ, শহীদ কাদরী, আব্দুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন, সরদার জয়েনউদদীন, নূরজাহান বেগম, আহসান হাবীব, আব্দুল গফুর হালী, মদনমোহন তর্কালংকার, আমীর হোসেন চৌধুরী ও দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ উৎসর্গ করা হয় শহিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে।

ফেব্রুয়ারির প্রথম চারদিন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে ৭টি দেশের ২৭ জন বিদেশি লেখক-সাহিত্যিক অংশ নেন। দেশের খ্যাতনামা প্রবীণ ও প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ সাহিত্যিকেরা এতে অংশ নেন। সাহিত্য সম্মেলনে দ্বিতীয় দিন ৬ জন বিশিষ্ট লেখক-বুদ্ধিজীবীকে 'আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলন লেখক সম্মাননা ২০১৭' প্রদান করা হয়। ২-৪ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন পর্বে আলোচনা, প্রবন্ধ পাঠ ও স্বরচিত কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী ২৩ দিনে মূল মঞ্চের আলোচনায় ২৩টি প্রবন্ধ পাঠ হয়, ৬০ জন আলোচনা করেন, ২৩ জন লেখক বুদ্ধিজীবী সভাপতিত্ব করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ১৩৮ জন শিল্পী অংশ নেন, ২০টি সংগঠন অনুষ্ঠান পরিবেশন করে, ২টি নাটক মঞ্চস্থ হয়, দেশের প্রখ্যাত শিল্পীরা নৃত্য-গীত-সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন করেন। সব মিলে একটি অপূর্ব সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আবহ তৈরি হয়।

এবার গ্রন্থমেলার আঙ্গিক সৌন্দর্য ও সামগ্রিক পরিকল্পনায় কিছু নতুন বিষয় যুক্ত করা হয়। গতবারের তুলনায় এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান প্রাঙ্গণে পূর্বদিকের চেয়ে পশ্চিমদিকে বেশি স্টলের ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে মেলা বড় রাস্তার আরও কাছাকাছি আসে। ৮০ হাজার বর্গফুট জায়গায় ইট বিছানো হয়। অনেক জায়গা মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়। প্রশস্ত রাস্তা নির্মাণ করা হয়। বৃষ্টির কারণে যাতে ক্ষতি না-হয় সেজন্য স্টলে ত্রিপলের বদলে টিনের ছাউনি দেয়া হয়। নতুন বই প্রদর্শনের জন্য এবার 'নতুন বইয়ের স্টল' বানানো হয়। এই স্টলে প্রথম দিন থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত যতো নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে একাডেমি প্রাঙ্গনে সেগুলো প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থা দর্শক-ক্রেতাদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগায়। টিএসসি ও দোয়েল চত্বরে দুইটি এলইডি মনিটর স্থাপন করা হয়। এসব মনিটরে মেলা সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্য প্রদর্শিত হয়। শিশু কর্নারে 'মাতৃদুগ্ধ সেবাকেন্দ্র' স্থাপন করা হয়। এছাড়া দুই প্রাঙ্গণে পর্যটনের দুইটি খাবারের স্টল ছিল। এছাড়া একাডেমিতে ছিল কর্মচারী ইউনিয়নের পরিচালনায় একটি খাবারের স্টল। পুলিশের পক্ষ থেকে উভয় অংশে বিনামূল্যে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা ছিল। শারীরিক প্রতিবন্ধি ও বয়স্ক মানুষের চলাচলের সুবিধার্থে হুইল চেয়ারের সংখ্যা গতবারের ১০টি থেকে বাড়িয়ে ১৫টি করা হয়েছিল।

এবারই প্রথম প্রকাশকদের দু'টি প্রতিষ্ঠান– বাংলাদেশ জ্ঞান ও সৃজনশীল প্রকাশক সমিতি এবং বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতিকে দু'টি স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়।

বাংলা একাডেমি অন্যান্য বারের মতো এবারও লেখককুঞ্জ, নামাজের স্থান, তথ্যকেন্দ্র, ই-তথ্যকেন্দ্র, সরাসরি সম্প্রচার, নিরাপত্তা, মোড়ক উন্মোচন, মাসব্যাপি আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মেলায় আগত লেখক, প্রকাশক এবং আগ্রহী পাঠক-ক্রেতা-দর্শনার্থীদের সেবা দিয়েছে।

অমর একুশে গ্রন্থমেলার নীতিমালা ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করায়, টাস্কফোর্সের সুপারিশের ভিত্তিতে, ১৯টি প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দেয়া হয়। এসবের মধ্যে ১০টির বিরুদ্ধে নীতিমালার ৬.১ ধারা অর্থ্যাৎ বিদেশি বই বিক্রির এবং ৯টির বিরুদ্ধে

নীতিমালার ১৩.১৩ ও ১৩.১৪ ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ টাস্কফোর্সের পক্ষ থেকে করা হয়।

গুণিজনদের স্মৃতিতে একাডেমি এবার বইমেলায় চারটি পুরস্কার প্রদান করে। এগুলো হলো : চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার।

এবার ৩৬৪৬টি নতুন বই প্রকাশিত হয়। এবার নতুন বইয়ের স্টলে নতুন বই প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকায় প্রকাশকদের পক্ষ থেকে তাদের ভালো ও মানসম্মত বই তথ্যকেন্দ্রে বেশি দিয়েছেন। এছাড়া এবার বাংলা একাডেমির একটি কমিটিকে দিয়ে প্রাপ্ত সকল বইয়ের মান প্রাথমিকভাবে নিরুপণের চেষ্টা করা হয়। এতে দেখা গেছে নতুন ৩৬৪৬টি বইয়ের মধ্যে ৮৫৮টি মানসম্পন্ন।

এবার মোড়ক উন্মোচনের জন্য সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে 'মোড়ক উন্মোচন' মঞ্চ স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের জন্য এবার ১০০.০০ টাকা রেজিস্ট্রেশন ফি ধার্য করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রশংসিত হয়। এবার মোট ৮৬৭টি নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বইমেলায় বাংলা একাডেমির বই ৩০ শতাংশ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বই ২৫ শতাংশ কমিশনে বিক্রি হয়। বাংলা একাডেমি মোট ১,৬৫,০৪,৫০৯.৯০ (এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ চার হাজার পাঁচশত নয় টাকা নব্বই পয়সা) টাকার বই বিক্রি করে। এবার বইমেলায় মোট ৬৫ কোটি ৪০ লাখ টাকার বই বিক্রি হয়েছে।

১০.৩ অনুষ্ঠানমালা

বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭ ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী প্রতিদিন আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের শিল্প সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন ও আলোচনা করা হয়।

যেমন, 'আহসান হাবীব জন্মশতবার্ষিকী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তুষার দাশ; আলোচনায় অংশ নেন অনু হোসেন, তারেক রেজা, এবং সভাপতিত্ব করেন জুলফিকার মতিন। স্বরোচিষ সরকার 'হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী' এ বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আহমদ কবির, মহাম্মদ দানীউল হক, হাকিম আরিফ এবং সভাপতিত্ব করেন গোলাম মুরশিদ। 'বাংলা ভাষায় প্রযুক্তির ব্যবহার' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মোস্তাফা জব্বার; আলোচনায় অংশ নেন মোঃ নজরুল ইসলাম খান এবং সভাপতিত্ব করেন জামিলুর রেজা চৌধুরী। বিশ্বজিৎ ঘোষ 'সরদার জয়েনউদ্‌দীনের জন্মশতবর্ষ' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন বায়তুল্লাহ কাদেরী, হরিশংকর জলদাস, জ্যোতি জয়েন উদ্‌দীন এবং সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ জয়নুদ্দীন। 'বাংলা ভাষায় ইতিহাস চর্চা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মো. মাহবুবর রহমান; আলোচনা করেন মেসবাহ কামাল, আশফাক হোসেন এবং সভাপতিত্ব করেন মুনতাসীর মামুন। গোলাম কুদ্দুছ 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সূচনা ও ১১ই মার্চ ১৯৪৮' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আহমাদ মাযহার, মো.মশিউর রহমান এবং

সভাপতিত্ব করেন আতিউর রহমান। 'আবদুল গফুর হালী : জীবন ও কর্ম' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নাসির উদ্দিন হায়দার; আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন রাহমান নাসির উদ্দিন, সাইমন জাকারিয়া এবং সভাপতিত্ব করেন শামসুল হোসাইন। সৈয়দ আজিজুল হক 'দীনেশচন্দ্র সেনের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন মাহবুবুল হক, এম আবদুল আলীম এবং সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। 'মদনমোহন তর্কালঙ্কারের জন্মদ্বিশত বার্ষিকী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শফিউল আলম; আলোচনা করেন রতন সিদ্দিকী, সফিউদ্দিন আহমদ এবং সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আবুল মকসুদ। ইসরাইল খান 'পঞ্চাশ ও ষাট দশকে একুশের সংকলন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আখতার হুসেন, অজয় দাশগুপ্ত এবং সভাপতিত্ব করেন কামাল লোহানী। 'সমর সেনের জন্মশতবার্ষিকী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বেগম আকতার কামাল; আলোচনা করেন আবুল হাসনাত, রফিকউল্লাহ খান, পিয়াস মজিদ এবং সভাপতিত্ব করেন আহমদ রফিক। মুজিবুল হক কবীর 'সত্তর দশকের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন ইকবাল হাসান, খালেদ হোসাইন এবং সভাপতিত্ব করেন অসীম সাহা। 'আশি'র দশকের কবিতা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কুমার চক্রবর্তী; আলোচনায় অংশ নেয় মাসুদুল হক, আমিনুর রহমান সুলতান এবং সভাপতিত্ব করেন রুবী রহমান। মোস্তাক আহমাদ দীন 'নব্বই দশকের কবিতা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন শহীদ ইকবাল, মাসুদুজ্জামান এবং সভাপতিত্ব করেন সাজ্জাদ শরিফ। 'যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবুল মোমেন; আলোচনা করেন রফিকুল হক, আলী ইমাম, সুজন বড়ুয়া এবং সভাপতিত্ব করেন হায়াৎ মামুদ। মনজুর আহমেদ 'উন্নতমানের শিক্ষা সামাজিক অগ্রগতির চাবিকাঠি' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনা করেন আবদুল মান্নান, হারুন-অর-রশিদ, রাশেদা কে চৌধূরী এবং সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। 'অমর একুশে স্মারক বক্তৃতা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আবদুল মমিন চৌধুরী; স্বাগত ভাষণ দেন শামসুজ্জামান খান এবং সভাপতিত্ব করেন সিরাজুল ইসলাম। 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি:বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জিনাত হুদা অহিদ; আলোচনা করেন মোঃ আবুল কাসেম, শাহিনুর রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। 'অনুবাদ সাহিত্য : সাহিত্যের অনুবাদ' নামক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন আবদুস সেলিম; আলোচনা করেন শামীম আজাদ, সাদাফ্ সায, মুহাম্মদ সামাদ এবং সভাপতিত্ব করেন খালিকুজ্জামান ইলিয়াস। মামুন সিদ্দিকী 'ব্যারিস্টার আবদুর রসুল: জীবন ও কর্ম' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন; আলোচনায় অংশ নেয় তাবেদার রসুল বকুল, সুভাষ সিংহ রায় এবং সভাপতিত্ব করেন গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া। 'বাংলাদেশের শিশুসাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি উপস্থাপন করেন রফিকুর রশীদ; আলোচনা করেন আমীরুল ইসলাম, আসলাম সানী এবং সভাপতিত্ব করেন জাকির তালুকদার। 'আত্মজীবনীমূলক সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাশিদ আসকারী; আলোচনা করেন সাইফুদ্দীন চৌধুরী, এ. এস. এম. বোরহান

উদ্দীন এবং সভাপতিত্ব করেন শামসুজ্জামান খান। 'বাংলাদেশের প্রকাশনা: গ্রন্থ পরিকল্পনা ও সম্পাদনা' বিষয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন তারিক সুজাত; আলোচনা করেন মফিদুল হক, বদিউদ্দিন নাজির, খান মাহবুব এবং সভাপতিত্ব করেন মহিউদ্দিন আহমেদ। 'বহুত্ববাদী সমাজ ও ফোকলোর' প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন শাহিদা খাতুন; আলোচনা করেন সৈয়দ জামিল আহমেদ, শফিকুর রহমান চৌধুরী, বেলাল হোসেন অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ড. জালাল আহমেদ এবং সভাপতিত্ব করেন ফিরোজ মাহমুদ ও ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন জনাব শামসুজ্জামান খান।

১০.৪ অন্যান্য অনুষ্ঠান

বাংলা একাডেমি বছরব্যাপী সেমিনার, আলোচনা সভা, স্মরণসভা, স্মারক বক্তৃতা এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য দিবস উদ্‌যাপনসহ নানাবিধ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। প্রধান প্রধান অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে– ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মৃত্যুবার্ষিকী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, সৈয়দ শামসুল হকের প্রয়াণে স্মরণসভা, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের জন্মবার্ষিকী, মীর মশাররফ হোসেনের জন্মবার্ষিকী, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস, মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ উপলক্ষ্যে একক বক্তৃতানুষ্ঠান, মহান স্বাধীনতা, জাতীয় দিবস ও শোক দিবস, বর্ষবরণ ইত্যাদি।

এ সব অনুষ্ঠানে অধ্যাপক বেগম আকতার কামাল, অধ্যাপক রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা, অধ্যাপক ফকরুল আলম, আবুল আহসান চৌধুরী, অধ্যাপক মাহবুবুল হক, ড. এম আবদুল আলীম, অধ্যাপক এ এম মাসুদুজ্জামান, অধ্যাপক মো. মশিউর রহমান, ড. ফিরোজ মাহমুদ, সৈয়দ বদরুল আহসান, অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন ও অধ্যাপক এম এম আকাশ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক শফি আহমেদ, অধ্যাপক ভীষ্মদেব চৌধুরী বিনয় কুমার চক্রবর্তী, এইচ, এম, রাকিব হায়দার, মো: গোলাম মোস্তফা খান, জনাব ভবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, অধ্যাপক ফকরুল আলম, অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান, অধ্যাপক মেসবাহ কামাল, জনাব রোবায়েত ফেরদৌস, সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, জনাব আবেদ খান, জনাব নাইমুল ইসলাম, মমতাজ উদ্দিন আহমদ, সেলিনা হোসেন, খায়রুল আলম সবুজ, জনাব লাকী ইনাম, শামীম আজাদ, নুজহাত চৌধুরী,

অনুষ্ঠানসমূহে সভাপতিত্ব করেন ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ইমেরিটাস অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম, কবি আসাদ চৌধুরী, অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, ব্যারিষ্টার শফিক আহমেদ এবং জনাব কামাল লোহানী।

১১. পুনর্মুদ্রণ

বাংলা একাডেমির পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ পাঠকের চাহিদা এবং বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগের পরামর্শে বছরজুড়ে বই প্রকাশ করে থাকে। এর মধ্যে অভিধান, পরিভাষা, কোষগ্রন্থ, রচনাপঞ্জি, ভাষাবিজ্ঞান, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলবিষয়ক, বিভিন্ন লেখকের রচনাবলি, মুক্তিযুদ্ধ, ইতিহাস-ঐতিহ্য, দর্শন, আইন এবং শিশু-কিশোর সহিত্য ও আনন্দপঠন বিষয়ক বই উল্লেখযোগ্য।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রণ উপবিভাগ থেকে ৪৩টি বই প্রকাশিত হয়েছে। ৪৩টি শিরোনামের বইয়ের মোট ১,৩৫,৬০০ (এক লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার ছয়শত) কপি প্রকাশিত হয়েছে। এসব বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– *কারাগারের রোজনামচা* (জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান), *Bangla Academy English Bengali Dictionary, Bangla Academy Bengali English Dictionary, বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমি বাংলা বানান অভিধান, বাংলা একাডেমি বাঙলা উচ্চারণ অভিধান, মূলধারার রাজনীতি : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, কামাল চৌধুরীর নির্বাচিত কবিতা, লুৎফর রহমান রিটনের নির্বাচিত হাসির ছড়া, বাংলাদেশের লোকঐতিহ্য* (১ম খণ্ড), *নজরুল রচনাবলী* ৫ম, ১১তম ও ১২তম খণ্ড, *রোকেয়া রচনাবলী, বিজ্ঞান বিশ্বকোষ* (৩য় খণ্ড), *Essential Everyday Bengali, আইনকোষ, ইউরোপের ইতিহাস, আরব জাতির ইতিহাস, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও কূটনৈতিক যুদ্ধ, ঢাকাইয়া আসলি, প্রশাসনিক পরিভাষা, কোরানসূত্র, ভাষাশহীদ আবদুল জব্বার, ভাষাশহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ, পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) : পার্লামেন্টের ভাষ্য, লালন হাসন : জীবন-কর্ম-সমাজ* প্রভৃতি (তালিকা সংযুক্ত)।

১২. বিপণন ও বিক্রয়োন্নয়ন

বিক্রয় ও বিপণন

বাংলা একাডেমির বিক্রয় ও বিপণন উপবিভাগ একাডেমি প্রকাশিত বই ও পত্রিকা বিক্রয় ও বিপণনের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে। ঢাকাসহ সারাদেশে একাডেমির বই বিক্রয়ের জন্য ৬৫ জন এবং মাসিক *উত্তরাধিকার* পত্রিকা বিক্রয়ের জন্য ৬২ জন বিক্রয় প্রতিনিধি রয়েছেন। এ ছাড়াও উত্তরাধিকার পত্রিকার অনেক বার্ষিক গ্রাহক রয়েছেন।

বই বিপণনের লক্ষ্যে বাংলা একাডেমি প্রতি বছরের মতো ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরেও লন্ডন বইমেলা আয়োজন করে। এছাড়া কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা, বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা'য় অংশ নেয়। বাংলা একাডেমি ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে বিভাগীয়, জেলা শহর এবং বিশ্ববিদ্যালয় শহর মিলে মোট ০৯ (নয়)টি বইমেলায় অংশগ্রহণ করে।

কারাগারের রোজনামচা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থটি ২০১৭ সালের মার্চ মাসে বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে। ২০১৭ সালের জুন মাসের মধ্যে ব্যাপক সাড়াজাগানো এই বইটির ২০,০০০ (বিশ হাজার) কপি বিক্রয় করা হয়েছে।

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সর্বমোট বিক্রয়

২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একাডেমি সর্বমোট ৩,৬০,৯৫,২৩৩.৩৬ (তিন কোটি ষাট লক্ষ পঁচানব্বই হাজার দুইশত তেত্রিশ টাকা ছত্রিশ পয়সা) টাকার বই বিক্রয় করেছে।

ক. দেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ২০১৬-১৭

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	বিক্রির পরিমাণ
১	বগুড়া লেখকচক্র বইমেলা	৭–৮ই অক্টোবর ২০১৬	৭১,৯৯৮.৫০
২	নজরুল বইমেলা	২৭–২৯শে অক্টোবর ২০১৬	৩৩,৫৯৫.০০
৩	ননফিকশন বইমেলা	১২–১৩ই নভেম্বর ২০১৬	৫১,২২৬.০০
৪	লিট ফেস্ট	১৭–১৯শে নভেম্বর ২০১৬	৪,২০,৫২০.৪০
৫	প্রথম আলো বইমেলা	২৪–২৫ নভেম্বর ২০১৬	২৬,৮৪৭.০০
৬	গেণ্ডারিয়া বইমেলা	২৪–২৮শে নভেম্বর ২০১৬	২,২৮,৯৯২.০০
৭	দনিয়া বইমেলা	৭–১৬ই ডিসেম্বর ২০১৬	৭৬,৪৫৯.০০
৮	টুঙ্গিপাড়া বইমেলা	১৭–১৯শে মার্চ ২০১৭	৩৭,৯০২.০০
৯	উত্তরা বইমেলা	২১–৩০শে মার্চ ২০১৭	২৬,১৭৩.০০
১০	শিশু একাডেমি বইমেলা	১৬–২৬শে মার্চ ২০১৭	১,৬০,৩৯৩.০০
১১	কারাগারের রোজনামচা প্রকাশনা উৎসব	২৮শে মার্চ ২০১৭	১,০৭,৫২০.০০
১২	সাভার বইমেলা	১৩–১৬ই এপ্রিল ২০১৭	২০,৭০১.০০
১৩	চট্টগ্রাম বইমেলা	২৩–২৬শে মার্চ ২০১৭	৯৭,৮১৪.০০
১৪	বৈশাখী আড়ং	১৪–২৩শে মে ২০১৭	১,১৯,২২৭.০০
১৫	কক্সবাজার বইমেলা	১৫–২২শে মে ২০১৭	১,১৫,৮৭৭.৫০
১৬	বরিশাল বইমেলা	৬–১২শে মে ২০১৭	১,৫১,৫০৩.৭৫
১৭	মনিপুর বইমেলা	২–৪ঠা মে ২০১৭	৩০,৯৩৭.৫০

খ. বিদেশের বিভিন্ন স্থানে বইমেলা ২০১৬-১৭ অর্থবছর

ক্রমিক	মেলার স্থান	মেলার তারিখ	বিক্রির পরিমাণ (রুপি)
১	বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা	১–১০ সেপ্টেম্বর ২০১৬	১,০৯,৪৫১.৫০
২	লন্ডন বইমেলা	১৪–১৬ অক্টোবর ২০১৬	
৩	ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা	১৯–২৩ অক্টোবর ২০১৬	
৪	কলকতা আন্তর্জাতিক পুস্তকমেলা		১,৭৮,২৭১.০০

১৩. জনসংযোগ

বাংলা একাডেমির ভাবমূর্তি নির্মাণ, প্রচার এবং উন্নত করার লক্ষ্যে জনসংযোগ উপবিভাগ একাডেমির বিভিন্ন সংবাদ ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি জনগণকে নিয়মিতভাবে অবহিত করে এবং একাডেমির বিভিন্ন বিভাগ/উপবিভাগ কার্যক্রমের সংবাদ সকল গণমাধ্যমে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রেরণ করে থাকে। বাংলা একাডেমি আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলার সার্বিক প্রচার-কার্যক্রম এই উপবিভাগ সাফল্যের সাথে পরিচালনা করে আসছে। অমর একুশে গ্রন্থমেলার প্রাক্কালে এই উপবিভাগ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে মেলার বিস্তারিত বিষয়াদি নিয়ে সাংবাদিকের সঙ্গে মতবিনিময়ের আয়োজন করে।

১৪. পরিষদ

১৪.১ বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন

'বাংলা একাডেমি আইন, ২০১৩' এর ২৩ নং ধারার ১(ছ) এবং ১(জ) উপধারা অনুযায়ী ফেলোগণ কর্তৃক নির্বাচিত তিনজন ফেলো এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত চারজন সদস্য মোট ০৭ (সাত) জন সদস্য নির্বাচন করার বিধান রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলা একাডেমির নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচনের জন্য নির্বাচন উপসঙ্ঘ কমিটি গঠন করে। উপসঙ্ঘ কমিটি ৪টি সভা করে নির্বাচন বিধিমালা, বাজেট এবং নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের রোডম্যাপ তৈরি করে নির্বাহী পরিষদের ২০১৭ সালের ৩য় ও ৪র্থ সভায় উপস্থাপন করে। সভায় বলা হয়, নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বাজেটে যে অর্থের প্রয়োজন বাংলা একাডেমিতে এখন তার ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে অর্থ বরাদ্দ বিষয়ে আলোচনা চলছে। অর্থ বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০১৮ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি।

১৪.২ নির্বাহী পরিষদের সভা

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমি নির্বাহী পরিষদের মোট ৯টি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

১৪.৩ জীবনসদস্য ও সদস্যপদ প্রদান

২০১৬-১৭ অর্থবছরে ১৮ জনকে জীবনসদস্য ও ১৫ জনকে সাধারণসদস্য প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে একাডেমির মোট সদস্য ২৬৮৬ জন। এঁদের মধ্যে ফেলো ২২৭ জন, জীবনসদস্য ১৮৩৮ জন ও সাধারণসদস্য ৬১৮ জন।

১৪.৪ সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা ২০১৬

১৭ই পৌষ ১৪২৩/৩১শে ডিসেম্বর ২০১৬ শনিবার সকাল নয়টায় বাংলা একাডেমির ঊনচল্লিশতম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা একাডেমির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একাডেমির সভাপতি ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সভাপতিত্ব করেন। সভা সকাল ৯:০০টায় শুরু হয়ে বিকাল ৫:০০টা পর্যন্ত চলে। সভায় ৬৩ জন ফেলো, ৭২৯ জন জীবনসদস্য ও ৪২৮ জন সাধারণসদস্য (মোট ১২২০ জন) উপস্থিত ছিলেন।

১৫. সম্মানসূচক ফেলোশিপ ২০১৬ প্রদান

বাংলা একাডেমি প্রতি বছর দেশের পণ্ডিত, গুণী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে বিশিষ্ট গুণীজন হিসেবে ৭ (সাত) জনকে সম্মানসূচক ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। একইবছর আয়োজিত ঊনচল্লিশতম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত গুণীজনদের সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়। ২০১৬ সালের ফেলোশিপপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. জনাব তোয়াব খান (সাংবাদিকতা)
খ. ইমেরিটাস অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন (শিক্ষা ও গবেষণা)
গ. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী (শিক্ষা)
ঘ. ব্যারিস্টার রফিক-উল হক (আইন ও সুশাসন)
ঙ. রথীন্দ্রনাথ রায় (সংগীত)
চ. শাইখ সিরাজ (কৃষি উন্নয়ন)
ছ. বেগম মুশতারী শফী (মুক্তিযুদ্ধ)

এ পর্যন্ত সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্তদের তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত আছে।

১৬. পুরস্কার

বিভিন্ন পুরস্কারের মাধ্যমে গবেষণা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা বাংলা একাডেমির লক্ষ্য অর্জনের একটি উপায়। এর মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমির নিজস্ব পুরস্কার এবং দাতাদের আনুকূল্যে প্রদত্ত নানা পুরস্কার।

১৬.১ বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬

বাংলা একাডেমি ১৯৬০ সাল থেকে প্রতি বছর এ দেশে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার' প্রদান করে আসছে। পুরস্কার প্রদানের জন্য ১০টি শাখা নির্ধারিত রয়েছে। এ বছর ৭টি শাখায় ৭জনকে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬ প্রদান করা হয়েছে।

সাহিত্য পুরস্কারের নীতিমালা অনুযায়ী ২০১৬ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তরা হলেন :

ক. আবু হাসান শাহরিয়ার (কবিতা)
খ. শাহাদুজ্জামান (কথাসাহিত্য)
গ. মোরশেদ শফিউল হাসান (প্রবন্ধ)
ঘ. নিয়াজ জামান (অনুবাদ)
ঙ. ডা. এম এ হাসান (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
চ. নূরজাহান বোস (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা)
ছ. রাশেদ রউফ (শিশুসাহিত্য)

প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭-এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত বরেণ্য লেখকদের পুরস্কারের অর্থমূল্য সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন। এ-পর্যন্ত বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্তদের (ফেলো) তালিকা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৬.২ সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কার ২০১৬

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সাহিত্যসেবীদের বিশিষ্ট অবদান ও তাঁদের সৃষ্টিশীল প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৯০ সাল থেকে বাংলা একাডেমি এ পুরস্কার প্রদান করে আসছে। মৌলবী সা'দত আলি আখন্দ-এর পরিজন প্রদত্ত অর্থ দিয়ে বাংলা একাডেমি প্রতিবছর এ পুরস্কারের কার্যক্রম পরিচালনা করে। ২০১৬ সালে সা'দত আলি আখন্দ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন জনাব হোসেনউদ্দিন হোসেন। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৩৯তম বার্ষিক সভায় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক জনাব হোসেনউদ্দিন হোসেনকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননা পত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৬.৩ মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার ২০১৬

বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে মযহারুল ইসলাম কবিতা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ফোকলোরবিদ, লেখক, গবেষক ও কবি প্রফেসর মযহারুল ইসলামের স্মৃতি রক্ষা এবং বাংলাদেশের মেধাবী, খ্যাতিমান এবং প্রতিভাবান কবিদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করা এই পুরস্কারের লক্ষ্য। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা। ২০১৬ সালে এ পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন কবি আবু বকর সিদ্দিক। বাংলা একাডেমির ৩৯তম সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভায় পুরস্কার প্রাপ্ত কবি আবু বকর সিদ্দিক-কে এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৬.৪ কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার ২০১৫

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর প্রদত্ত অর্থে বাংলা একাডেমি ২০০৫ সাল থেকে এক বছর কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার পরবর্তী বছর মেহের কবীর বিজ্ঞান পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এ বছর কবি আখতার হুসেনকে 'কবীর চৌধুরী শিশুসাহিত্য পুরস্কার ২০১৫' প্রদান করা হয়। শিশুসাহিত্যে জনপ্রিয় লেখকদের সামগ্রিক অবদান চিহ্নিত করে তাঁদের সৃজনী প্রতিভার স্বীকৃতি প্রদান করাই এই পুরস্কারের উদ্দেশ্য। পুরস্কারের মূল্যমান ১,০০,০০০.০০(এক লক্ষ) টাকা। বাংলা একাডেমির সাধারণ পরিষদের ৩৯তম বার্ষিক সভায় কবি আখতার হুসেনকে এক লক্ষ টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৬.৫ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ২০১৬

প্রবাসে বসবাসকারী বাঙালি লেখকদের বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সাল থেকে লন্ডনে আয়োজিত বাংলা একাডেমি বইমেলায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এ পুরস্কারের মূল্যমান ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কার ২০১৬- ভূষিত হন কবি শামীম আজাদ ও নাজমুন নেসা পিয়ারি। মাসব্যাপী আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানমালার সমাপন অনুষ্ঠানে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ পুরস্কারপ্রাপ্তদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৬.৬ রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৭

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি ২০১০ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণা ও সমালোচনায় এবং রবীন্দ্রসংগীতের আজীবন সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলা একাডেমি রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রদান করে। রবীন্দ্রসাহিত্যের গবেষণায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ এবং রবীন্দ্রসংগীত চর্চায় সামগ্রিক অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শিল্পী মিতা হককে বাংলা একাডেমির রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৭ এ ভূষিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্তদেরকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক, সম্মাননাপত্র ও সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

১৬.৭ চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার, মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার এবং শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার

অমর একুশে উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালে প্রকাশিত বিষয় ও গুণমানসম্মত সর্বাধিক সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য জার্নিম্যান বুকস্‌কে *চিত্তরঞ্জন সাহা স্মৃতি পুরস্কার-২০১৭*, ২০১৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে গুণমান ও শৈল্পিক বিচারে সেরা গ্রন্থের জন্য রফিকুন নবীর *দেশসেরা জগৎসেরা শিল্পীকথা* গ্রন্থের জন্য প্রথমা প্রকাশন, পাভেল রহমানের *সাংবাদিকতা আমার ক্যামেরায়* গ্রন্থের জন্য মাওলা ব্রাদার্স, রনজিত কুমার মণ্ডলের *আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়* গ্রন্থের জন্য পুথিনিলয়কে *মুনীর চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার* ২০১৭, ২০১৬ সালে প্রকাশিত শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্য থেকে গুণমান বিচারে সর্বাধিক গ্রন্থ প্রকাশের জন্য চন্দ্রাবতী একাডেমিকে *রোকনুজ্জামান খান দাদাভাই স্মৃতি পুরস্কার-২০১৭* এবং ২০১৭ সালের অমর একুশে গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে থেকে নান্দনিক অঙ্গসজ্জায় সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাতিঘর, সংবেদ ও পাঞ্জেরী পাবলিকেশন্স লিমিটেড-কে *শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার ২০১৭* প্রদান করা হয়েছে।

১৬.৮ ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড

ফেরদাউস খাতেমন গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : শিশু সমীক্ষা, বাংলা ভাষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিষয়। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ১৩,৪২,৩৮৪.০০ (তেরো লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তিনশত চুরাশি) টাকা জমা আছে।

১৬.৯ মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড

মার্কেন্টাইল ব্যাংক গবেষণা ফান্ড ২০০২ সালে বাংলা একাডেমিতে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ ১৯,৭৫,৫০৩.৪৪ (উনিশ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাঁচশত তিন টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা) জমা আছে।

১৬.১০ গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল

গাজী শামছুর রহমান স্মৃতি গবেষণা তহবিল ২০০৫ সালে চালু করা হয়। গবেষণার বিষয় : আইন, আইন-দর্শন, বাংলা ভাষায় আইনের ব্যবহার, ইসলাম ও মানবাধিকার সম্পর্কিত বিষয় এবং গাজী শামছুর রহমান স্মারক বক্তৃতার আয়োজন ও গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশ। বর্তমানে এ ফান্ডে লভ্যাংশসহ জমাকৃত টাকার পরিমাণ ৩৫,২০,০০০.০০ (পঁয়ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা।

সম্মানিত সদস্যবৃন্দ

বর্তমান প্রতিবেদনের মেয়াদকালের পর আরও ছয়মাস অতিবাহিত হয়েছে। বাংলা একাডেমির উজ্জ্বল ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে এই সময়ে আরও নতুন কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। সকলের মিলিত প্রয়াসে এ-সকল কর্মসূচির সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আপনাদের সকলকে শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

(শামসুজ্জামান খান)
মহাপরিচালক

পরিশিষ্ট

- নির্বাহী পরিষদ, পৃ:
- সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা, পৃ:
- বাংলা একাডেমির সভাপতি, পৃ:
- বাংলা একাডেমির স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক, পৃ:
- সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী, পৃ:
- বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো), পৃ:
- বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর, পৃ:
- ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী সংখ্যা, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে নিয়োগকৃত জনবল, পৃ :
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে একাডেমির স্বেচ্ছায় অবসর ও অবসরউত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা- কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে প্রকাশিত পত্রিকা, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থ, পৃ:
- ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ, পৃ:

নির্বাহী পরিষদ

১. জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক বাংলা একাডেমি	সভাপতি
২. অধ্যাপক ড. অনুপম সেন উপাচার্য, প্রিমিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ১/এ, ও.আর. নিজাম রোড প্রবর্ত্তক মোড়, চট্টগ্রাম	বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত সদস্য
৩. জনাব সেলিনা হোসেন বাড়ী-১৬/এ, সড়ক-২ শ্যামলী, ঢাকা	বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসেবে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সহযোজিত সদস্য
৪. ড. বেগম আকতার কামাল প্রফেসর ও চেয়ারম্যান বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৫. অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ইংরেজি বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৬. অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বুয়েট, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৭. অধ্যাপক জীনাত ইমতিয়াজ আলী ৩০/সি, ঈশাখা রোড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৮. জনাব সুব্রত বড়ুয়া এপার্টমেন্ট- ৩/ডি দারুল আফিয়া আর্কেডিয়া ২০, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা	বিশিষ্ট বিজ্ঞানী হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
৯. এ. টি. এম জাকারিয়া স্বপন প্রিয় ডট কম হাউজ-৪/১, রোড-১৬ (পুরাতন- ২৭) ধানমণ্ডি, ঢাকা	তথ্যপ্রযুক্তিবিদ হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
১০. জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে সচিবালয়, ঢাকা	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য

১১. শেখ মোহাম্মদ সলীম উল্লাহ যুগ্মসচিব অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয় ঢাকা	অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে সরকার কর্তৃক মনোনীত সদস্য
১২. জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সচিব বাংলা একাডেমি	সদস্য-সচিব

বার্ষিক সাধারণ সভা

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
প্রথম বার্ষিক সাধারণ সভা	২২.০৬.১৯৫৮	খান বাহাদুর আবদুর রহমান খান
দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১৫.১১.১৯৫৯	বেগম সুফিয়া কামাল
তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০৬.১৯৬২	মোহম্মদ বরকতুল্লাহ
চতুর্থ বার্ষিক সাধারণ সভা	০৪.০৮.১৯৬৩	মোহম্মদ বরকতুল্লাহ
পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১০.১৯৭০	সৈয়দ মুর্তজা আলী
ষষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৭৭	আবু জাফর শামসুদ্দীন
সপ্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	১০.০২.১৯৮০ (১৯৭৯ সালের সভা)	সানাউল হক (বাংলা একাডেমির সহ-সভাপতি)
অষ্টম বার্ষিক সাধারণ সভা	২১.১২.১৯৮০	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
নবম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.০৯.১৯৮১	আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
দশম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৩.১০.১৯৮২	ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (সভার এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় কবি আবুল হোসেন সভাপতিত্ব করেন)
একাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৮৬	ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৮৮	ড. আবদুললল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন
ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.১৯৯০	গাজী শামছুর রহমান
চতুর্দশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯১	গাজী শামছুর রহমান (তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় অপরাহ্নের সভায় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সভাপতিত্ব করেন)
পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৫.১২.১৯৯২	গাজী শামছুর রহমান
ষোড়শ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.১৯৯৩	বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরীর অসুস্থতাজনিত অনুপস্থিতির কারণে পর্যায়ক্রমে– গাজী শামছুর রহমান, প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ এবং এ্যাডভোকেট এম. এ. খায়ের।

বার্ষিক সাধারণ সভা	তারিখ	সভাপতি
সপ্তদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.১৯৯৪	গাজী শামছুর রহমান
অষ্টাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.১৯৯৫	গাজী শামছুর রহমান
ঊনবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.১৯৯৬	কবি শামসুর রাহমান
বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.১৯৯৭	কবি শামসুর রাহমান
একবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	১৮.১২.১৯৯৮	কবি শামসুর রাহমান
দ্বাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১১.১৯৯৯	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
ত্রয়োবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১১.২০০০	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
চতুর্বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০১	প্রফেসর আনিসুজ্জামান
পঞ্চবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০০২	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ষড়বিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৩	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
সপ্তবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩১.১২.২০০৪	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
অষ্টাবিংশতিতম বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০০৫	প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ
ঊনত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৯.১২.২০০৬	কবি আসাদ চৌধুরী
ত্রিংশত্তম বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০০৭	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
একত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৮	প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ
দ্বাত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৬.১২.২০০৯	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
ত্রয়স্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৪.১২.২০১০	জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী
চতুস্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	৩০.১২.২০১১	জাতীয় অধ্যাপক এ.এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
পঞ্চত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৮.১২.২০১২	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
ষট্ত্রিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭.১২.২০১৩	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সভা

সাধারণ পরিষদের সপ্তত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৪	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের অষ্টাত্রিংশ বার্ষিক সভা	২৬.১২.২০১৫	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান
সাধারণ পরিষদের ঊনচত্বারিংশ বার্ষিক সভা	৩১.১২.২০১৬	ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

বাংলা একাডেমির সভাপতি

পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষা-মন্ত্রীগণ (পদ-বলে)	:	১০-০৮-১৯৫৭ থেকে ২৫-০৭- ১৯৬০
মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ	:	১৯৬১
জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	:	১৯৬২-১৯৬৩
মুহম্মদ কুদরাত-এ-খুদা	:	১৯৬৪-১৯৬৫
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৯-০৮-১৯৬৯ থেকে ০৮-০৮-১৯৭১
শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন	:	২১-১১-১৯৭২ থেকে ২০-১১-১৯৭৪
সৈয়দ মুর্তাজা আলী	:	০৮-০৩-১৯৭৫ থেকে ০৭-০৩-১৯৭৭
সৈয়দ আলী আহসান	:	১০-১০-১৯৭৭ থেকে ০৯-১০-১৯৭৯
আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী	:	১৪-০৭-১৯৮০ থেকে ১৩-০৭-১৯৮২
ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ	:	১৯-০৯-১৯৮২ থেকে ০৩-০৬-১৯৮৩ (আমৃত্যু)
ড. আবদুল্লাহ আল-মুতী শরফুদ্দীন	:	১৩-১১-১৯৮৬ থেকে ১৩-১১-১৯৯০
গাজী শামছুর রহমান	:	১৪-১১-১৯৯০ থেকে ১৩-১১-১৯৯২
বিচারপতি আবদুর রহমান চৌধুরী	:	১৪-০৫-১৯৯৩ থেকে ১১-০১-১৯৯৪ (আমৃত্যু)
গাজী শামছুর রহমান	:	২৮-০৫-১৯৯৪ থেকে ২৭-০৫-১৯৯৬
কবি শামসুর রাহমান	:	১৯-০৮-১৯৯৬ থেকে ১৮-০৮-১৯৯৯
প্রফেসর আনিসুজ্জামান	:	১৯-০৮-১৯৯৯ থেকে ৩১-০১-২০০২ (পদত্যাগ)
প্রফেসর ওয়াকিল আহমদ	:	১২-০২-২০০২ থেকে ১১-০২-২০০৬
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৪-০২-২০০৭ থেকে ০৩-০২-২০০৯
জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২২-০২-২০০৯ থেকে-১৩.১২.২০১১
ইমেরিটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান	:	২৯-০১-২০১২ থেকে

বাংলা একাডেমির
স্পেশাল অফিসার, পরিচালক ও মহাপরিচালক

স্পেশাল অফিসার

জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ	:	০২.১২.১৯৫৫ থেকে ২৮.০২.১৯৫৭

পরিচালক

ড. মুহম্মদ এনামুল হক	:	০১.১২.১৯৫৬ থেকে ১২.০৯.১৯৬০
প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান	:	১৫.১২.১৯৬০ থেকে ১৪.০২.১৯৬৭
ড. কাজী দীন মুহম্মদ	:	১৪.০২.১৯৬৭ থেকে ১৪.০৩.১৯৬৯
অধ্যাপক কবীর চৌধুরী	:	২৫.০৩.১৯৬৯ থেকে ০২.০৬.১৯৭২

মহাপরিচালক

প্রফেসর মযহারুল ইসলাম	:	০২.০৬.১৯৭২ থেকে ১২.০৮.১৯৭৪
ড. নীলিমা ইব্রাহিম	:	১২.০৮.১৯৭৪ থেকে ০৬.০৬.১৯৭৫
ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	:	০৬.০৬.১৯৭৫ থেকে ০৫.০৫.১৯৭৬
ড. আশরাফ সিদ্দিকী	:	০৪.০৬.১৯৭৬ থেকে ৩০.০৬.১৯৮২
কাজী মুহম্মদ মনজুরে মওলা	:	৩১.১২.১৯৮২ থেকে ১১.০৩.১৯৮৬
প্রফেসর ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল	:	১১.০৩.১৯৮৬ থেকে ২৩.০৯.১৯৮৯
প্রফেসর মাহমুদ শাহ কোরেশী	:	০১.০১.১৯৯০ থেকে ০৫.০২.১৯৯১
প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ	:	০৬.০২.১৯৯১ থেকে ১৯.০৩.১৯৯৫
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	১৯.০৩.১৯৯৫ থেকে ১৫.০২.১৯৯৭
প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন	:	১৭.০২.১৯৯৭ থেকে ১৬.০২.২০০১
প্রফেসর রফিকুল ইসলাম	:	৩০.০৪.২০০১ থেকে ৩১.১২.২০০১
প্রফেসর আবুল মনসুর মুহম্মদ আবু মুসা	:	০৬.০২.২০০২ থেকে ০৫.০২.২০০৫
প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ	:	২৪.০২.২০০৫থেকে ১৬.১১.২০০৬
প্রফেসর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ	:	১৩.০৫.২০০৭ থেকে ১২.০৫.২০০৯
অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান	:	২৪.০৫.২০০৯ থেকে

সম্মানসূচক ফেলোশিপপ্রাপ্ত সুধী

১. মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ
২. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
৩. কবি গোলাম মোস্তফা
৪. কবি জসীমউদ্‌দীন
৫. জনাব শামসুন্নাহার মাহমুদ
৬. শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন
৭. খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লাহ
৮. শেখ রেয়াজউদ্দীন আহমেদ
৯. শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্ন
১০. জনাব নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী
১১. জনাব মোজাম্মেল হক
১২. জনাব খোদাবক্স সাঁই
১৩. জনাব আরজ আলী মাতুব্বর
১৪. জনাব মুজিবর রহমান বিশ্বাস
১৫. জনাব মাহবুবুল আলম চৌধুরী
১৬. জনাব মনীন্দ্র নাথ সমাজদার
১৭. শেখ লুৎফর রহমান
১৮. প্রফেসর কামালুদ্‌দীন আহমদ
১৯. শিল্পী সফিউদ্দীন আহমদ
২০. শিল্পী কামরুল হাসান
২১. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
২২. জনাব আবদুল আহাদ
২৩. প্রফেসর আজিজুর রহমান মলিøক
২৪. প্রফেসর শাহ ফজলুর রহমান
২৫. প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক
২৬. প্রফেসর ড. মুহম্মদ ইব্রাহীম
২৭. প্রফেসর মুহম্মদ শামস-উল হক
২৮. মোহাম্মদ নূরুল হক
২৯. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
৩০. জনাব আ.ফ.মু. আবদুল হক ফরিদী
৩১. জনাব মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন
৩২. জনাব ফিরোজা বেগম
৩৩. জনাব কলিম শরাফী
৩৪. প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ
৩৫. জনাব আ.ন.ম. গাজীউল হক
৩৬. প্রফেসর এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ
৩৭. জনাব বারীণ মজুমদার
৩৮. জনাব লুৎফর রহমান সরকার
৩৯. জনাব আবদুল লতিফ
৪০. জনাব নূরজাহান বেগম
৪১. জনাব ওয়াহিদুল হক
৪২. প্রফেসর রেহমান সোবহান

২০০১

৪৩. শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী
৪৪. জনাব মোহাম্মদ সাইদুর
৪৫. জনাব আবদুল হালিম বয়াতী
৪৬. জনাব আবদুল মতিন
৪৭. অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ

২০০২

৪৮. প্রফেসর বেগজাদী মাহমুদা নাসির
৪৯. প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম

২০০৩

৫০. জনাব মোহাম্মদ ফেরদাউস খান
৫১. প্রফেসর এমাজউদ্দীন আহমদ
৫২. জনাব ফেরদৌসী রহমান

২০০৪

৫৩. প্রফেসর ডাঃ নূরুল ইসলাম
৫৪. প্রফেসর ইকবাল মাহমুদ
৫৫. জনাব রাহিজা খানম ঝুনু

২০০৫

৫৬. প্রফেসর ড. এম শমশের আলী
৫৭. প্রফেসর এম এইচ খান
৫৮. ডা. এম কিউ কে তালুকদার
৫৯. শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের
৬০. ড. উইলিয়ম রাদিচে

২০০৬

৬১. কাজী আজহার আলী
৬২. অধ্যাপক কাজী আবদুল ফাত্তাহ্
৬৩. অধ্যাপক ডা. টি. এ. চৌধুরী
৬৪. অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী

২০০৭

৬৫. প্রফেসর ড. এম ইন্নাস আলী
৬৬. প্রফেসর ড. এ. এম. হারুন অর রশীদ
৬৭. প্রফেসর ড. মোজাফ্ফর আহমদ
৬৮. শিল্পী মু. আবুল হাশেম খান
৬৯. শিল্পী সোহরাব হোসেন
৭০. প্রকৌশলী ড. নূরুদ্দীন আহমদ
৭১. প্রকৌশলী ড. মোঃ কামরুল ইসলাম

২০০৮

৭২. অধ্যাপক মুশার্‌রফ হোসেন
৭৩. শিল্পী সুধীন দাশ
৭৪. অধ্যাপক অজয় রায়
৭৫. অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম
৭৬. অধ্যাপক সোহ্‌রাবউদ্দিন আহ্‌মদ
৭৭. প্রফেসর নজরুল ইসলাম
৭৮. শিল্পী রফিকুন নবী
৭৯. অধ্যাপক অমলেশ চন্দ্র মণ্ডল

২০০৯

৮০. জনাব নূরুল ইসলাম কাব্যবিনোদ
৮১. জনাব আমানুল হক
৮২. শিল্পী ইমদাদ হোসেন
৮৩. জনাব রওশন আরা বাচ্চু
৮৪. জনাব এ. বি. এম. মূসা
৮৫. জনাব আতাউস সামাদ
৮৬. জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত
৮৭. ব্যারিস্টার এম. আমীর-উল-ইসলাম
৮৮. প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান
৮৯. অধ্যাপক এ. বি. এম. আবদুল লতিফ মিয়া
৯০. ড. আকবর আলী খান
৯১. জনাব ফেরদৌসী মজুমদার
৯২. বিবি রাসেল
৯৩. জনাব মুহাম্মদ হাবিবুলøাহ পাঠান
৯৪. জনাব মোঃ আবদুস সামাদ মণ্ডল
৯৫. প্রফেসর কাজুও আজুমা
৯৬. প্রফেসর ক্লিনটন বুথ সিলি

২০১০

৯৭. জনাব আতিকুল হক চৌধুরী
৯৮. প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেন
৯৯. জনাব কামাল লোহানী
১০০. জনাব জামিল চৌধুরী
১০১. ড. এনামুল হক
১০২. প্রফেসর সাহানারা হোসেন
১০৩. জনাব মুস্তাফা জামান আব্বাসী
১০৪. জনাব রশীদ তালুকদার
১০৫. জনাব রামেন্দু মজুমদার
১০৬. জনাব লায়লা হাসান
১০৭. জনাব ফরিদা পারভীন

২০১১

১০৮. অধ্যাপক অমর্ত্য সেন
১০৯. জনাব শেখ হাসিনা
১১০. কমান্ডার আবদুর রউফ
১১১. শেখ হাফিজুর রহমান
১১২. জনাব তোফাজ্জাল হোসেন
১১৩. শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার
১১৪. খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ
১১৫. ড. মীজানূর রহমান শেলী
১১৬. এডভোকেট সুলতানা কামাল
১১৭. অ্যাটর্নী জেনারেল মাহবুবে আলম
১১৮. ড. সোনিয়া নিশাত আমিন
১১৯. জনাব সাইদুর রহমান বয়াতী
১২০. জনাব নূরুল ইসলাম

২০১২

১২১. বিচারপতি তাফাজ্জাল ইসলাম
১২২. ড. মহীউদ্দীন খান আলমগীর
১২৩. জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ
১২৪. শিল্পী রুনা লায়লা
১২৫. জনাব এম সাইদুজ্জামান
১২৬. শিল্পী মুর্তজা বশীর
১২৭. শিল্পী রামকানাই দাশ
১২৮. অধ্যাপক প্রাণ গোপাল দত্ত
১২৯. ড. আতিউর রহমান
১৩০. শিল্পী সাবিনা ইয়াসমীন

২০১৩

১৩১. সৈয়দ হাসান ইমাম
১৩২. জনাব মোনায়েম সরকার
১৩৩. জনাব ফকির আলমগীর
১৩৪. ড. এটি এম শামসুল হুদা
১৩৫. শিল্পী ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী
১৩৬. ওস্তাদ শাহাদত হোসেন খান
১৩৭. জনাব নাসির উদ্দীন ইউসুফ
১৩৮. জনাব আবুল হাসনাত

২০১৪

১৩৯. পার্থপ্রতিম মজুমদার
১৪০. জনাব আতাউর রহমান

১৪১. জনাব মোহাম্মদ জমির
১৪২. বিচারপতি এ.বি.এম. খায়রুল হক
১৪৩. অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী
১৪৪. শিল্পী শিমূল ইউসুফ
১৪৫. শিল্পী ফাতেমা তুজ জোহরা

২০১৫

১৪৬. অধ্যাপক ড. অনুপম সেন
১৪৭. অধ্যাপক মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
১৪৮. জনাব মাহফুজ আনাম
১৪৯. জনাব আবেদ খান
১৫০. আবু মোহাম্মদ স্বপন আদনান
১৫১. স্যার ফজলে হাসান আবেদ কেসিএমজি
১৫২. শিল্পী পাপিয়া সারোয়ার

২০১৬

১৫৩. জনাব তোয়াব খান
১৫৪. ইমেরিটাস অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন
১৫৫. ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী
১৫৬. ব্যারিস্টার রফিক-উল-হক
১৫৭. জনাব রথীন্দ্রনাথ রায়
১৫৮. জনাব শাইখ সিরাজ
১৫৯. জনাব বেগম মুশতারী শফী

বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক (ফেলো)

১৯৬০
১. জনাব ফররুখ আহমদ (কবিতা)
২. জনাব আবুল হাশেম খান (উপন্যাস)
৩. জনাব আবুল মনসুর আহমদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল্লাহ্ হেল কাফী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আসকার ইবনে শাইখ (নাটক)
৭. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)

১৯৬১
১. জনাব আহসান হাবীব (কবিতা)
২. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (উপন্যাস)
৩. জনাব মবিন উদ্‌দীন আহমদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব মুহম্মদ আবদুল হাই (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব নূরুল মোমেন (নাটক)
৬. বেগম হোসনে আরা (শিশুসাহিত্য)

১৯৬২
১. বেগম সুফিয়া কামাল (কবিতা)
২. জনাব আবুল ফজল (উপন্যাস)
৩. জনাব শওকত ওসমান (ছোটগল্প)
৪. জনাব আকবর আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মুনীর চৌধুরী (নাটক)
৬. জনাব বন্দে আলী মিয়া (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৩
১. জনাব আবুল হোসেন (কবিতা)
২. জনাব আবু ইসহাক (উপন্যাস)
৩. জনাব আবু রুশদ্ মতিন উদ্দীন (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল কাদির (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ইব্রাহীম খাঁ (নাটক)
৬. কাজী কাদের নেওয়াজ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৪
১. জনাব সানাউল হক (কবিতা)
২. জনাব বে-নজীর আহমদ (কবিতা)
৩. জনাব শামসুদ্দীন আবুল কালাম (উপন্যাস)
৪. জনাব শাহেদ আলী (ছোটগল্প)
৫. ড. মুহম্মদ এনামুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আকবরউদ্দীন (নাটক)
৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী (শিশুসাহিত্য)
৮. জনাব হাবীবুর রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৫
১. জনাব তালিম হোসেন (কবিতা)
২. জনাব মাহবুব-উল-আলম (উপন্যাস)
৩. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ (ছোটগল্প)
৪. জনাব মোহাম্মদ মনসুরউদ্দীন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ওবায়দুল হক (নাটক)
৬. জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বের (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৬
১. জনাব মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা (কবিতা)
২. কাজী আফসার উদ্দীন আহমদ (উপন্যাস)
৩. সৈয়দ শামসুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. কাজী মোতাহার হোসেন (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব সিকান্দার আবু জাফর (নাটক)
৬. জনাব আবু যোহা নূর আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৭
১. সৈয়দ আলী আহসান (কবিতা)
২. সরদার জয়েনউদ্দীন (উপন্যাস)
৩. জনাব আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. ড. মযহারুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আ.ন.ম. বজলুর রশীদ (নাটক)
৬. জনাব মোহাম্মদ নাসির আলী (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৮
১. জনাব আল মাহমুদ (কবিতা)
২. জনাব আবু জাফর শামসুদ্দীন (উপন্যাস)
৩. জনাব শওকত আলী (ছোটগল্প)
৪. ড. আহমদ শরীফ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আনিস চৌধুরী (নাটক)
৬. জনাব রোকনুজ্জামান খান (শিশুসাহিত্য)

১৯৬৯
১. জনাব শামসুর রাহমান (কবিতা)
২. জনাব শহীদুল্লা কায়সার (উপন্যাস)
৩. জনাব বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর (ছোটগল্প)
৪. ড. নীলিমা ইব্রাহীম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আলি মনসুর (নাটক)
৬. জনাব গোলাম রহমান (শিশুসাহিত্য)

১৯৭০
১. জনাব আতাউর রহমান (কবিতা)
২. জনাব সত্যেন সেন (উপন্যাস)
৩. জনাব হাসান আজিজুল হক (ছোটগল্প)
৪. ড. আনিসুজ্জামান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব ইব্রাহীম খলিল (নাটক)
৬. জনাব আতোয়ার রহমান (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭১
১. জনাব হাসান হাফিজুর রহমান (কবিতা)
২. জনাব জহির রায়হান (উপন্যাস)
৩. জনাব জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (ছোটগল্প)
৪. জনাব মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আনোয়ার পাশা (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব এখ্‌লাসউদ্দীন আহমদ (শিশুসাহিত্য)

১৯৭২
১. জনাব আবদুল গনি হাজারী (কবিতা)
২. ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (কবিতা)
৩. জনাব রশীদ করীম (উপন্যাস)
৪. জনাব শহীদ সাবের (ছোটগল্প)
৫. জনাব বদরুদ্দীন উমর (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব কল্যাণ মিত্র (নাটক)

১৯৭৩
১. জনাব ফজল শাহাবুদ্দীন (কবিতা)
২. জনাব শহীদ কাদরী (কবিতা)
৩. বেগম রাবেয়া খাতুন (উপন্যাস)
৪. জনাব রাহাত খান (ছোটগল্প)
৫. সৈয়দ মুর্তাজা আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব বুলবন ওসমান (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব কবীর চৌধুরী (অনুবাদ-সাহিত্য)

১৯৭৪
১. সুফী মোতাহার হোসেন (কবিতা)
২. বেগম রাজিয়া খান (উপন্যাস)
৩. জনাব সাইয়িদ আতীকুল্লাহ্ (ছোটগল্প)
৪. জনাব আবদুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মোবাশ্বের আলী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব সাজেদুল করিম (শিশুসাহিত্য)

১৯৭৫
১. জনাব আবুল হাসান (কবিতা)
২. জনাব শাম্‌স রাশীদ (উপন্যাস)
৩. জনাব মিন্নাত আলী (ছোটগল্প)
৪. জনাব আলী আহমদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব সাঈদ আহমদ (নাটক)
৬. ড. আবদুল্লাহ-আল-মুতী শরফুদ্দীন (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবদুস সাত্তার (অনুবাদসাহিত্য)

১৯৭৬
১. জনাব মতিউল ইসলাম (কবিতা)
২. বেগম দিলারা হাসেম (উপন্যাস)
৩. জনাব সুচরিত চৌধুরী (ছোটগল্প)
৪. জনাব সিরাজুদ্দিন কাসিমপুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মমতাজউদদীন আহমদ (নাটক)
৬. জনাব ফয়েজ আহমদ (শিশুসাহিত্য)
৭. সরদার ফজলুল করিম (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৭
১. জনাব আবদুর রশীদ খান (কবিতা)
২. জনাব মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউলঞাহ্ (কবিতা)
৩. জনাব মাহমুদুল হক (উপন্যাস)
৪. মিরজা আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৫. জনাব হাসনাত আবদুল হাই (ছোটগল্প)
৬. ড. মমতাজুর রহমান তরফদার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. জনাব জিয়া হায়দার (নাটক)
৮. জনাব সুকুমার বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)
৯. জনাব আবদুল হাফিজ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৮
১. জনাব কে. এম. শমশের আলী (কবিতা)
২. জনাব ইমাউল হক (কবিতা)
৩. বেগম রাজিয়া মজিদ (উপন্যাস)
৪. জনাব রিজিয়া রহমান (উপন্যাস)
৫. জনাব নাজমুল আলম (ছোটগল্প)
৬. জনাব শহীদ আখন্দ (ছোটগল্প)
৭. ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৮. জনাব আবদুল্লাহ আল-মামুন (নাটক)
৯. কাজী আবুল কাশেম (শিশুসাহিত্য)
১০. জনাব মনিরউদ্দীন ইউসুফ (অনুবাদ সাহিত্য)
১১. জনাব আবদার রশীদ (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৭৯
১. জনাব জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী (কবিতা)
২. জনাব আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ্ (কবিতা)
৩. জনাব আবদুশ শাকুর (ছোটগল্প)
৪. ড. জহুরুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. ড. আহমদ রফিক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব শামসুল হক (শিশুসাহিত্য)
৭. জনাব আবু শাহরিয়ার (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮০
১. জনাব দিল্ওয়ার (কবিতা)
২. জনাব সেলিনা হোসেন (উপন্যাস)
৩. জনাব হুমায়ুন কাদির (ছোটগল্প)
৪. ড. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব আল-কামাল আবদুল ওহাব (শিশুসাহিত্য)
৬. জনাব নেয়ামাল বাসির (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮১
১. জনাব ওমর আলী (কবিতা)
২. জনাব রফিক আজাদ (কবিতা)
৩. জনাব হুমায়ূন আহমেদ (উপন্যাস)
৪. বেগম লায়লা সামাদ (ছোটগল্প)
৫. জনাব আবদুল মান্নান সৈয়দ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব আবুল কাসেম ফজলুল হক (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. ড. হালিমা খাতুন (শিশুসাহিত্য)
৮. বেগম রাজিয়া মাহবুব (শিশুসাহিত্য)
৯. ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮২
১. জনাব নির্মলেন্দু গুণ (কবিতা)
২. জনাব আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (ছোটগল্প)
৩. ড. গোলাম মুরশিদ (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. ড. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৫. জনাব মামুনুর রশীদ (নাটক)

১৯৮৩
১. জনাব মহাদেব সাহা (কবিতা)
২. জনাব সুব্রত বড়ুয়া (ছোটগল্প)
৩. জনাব খালেকদাদ চৌধুরী (উপন্যাস)
৪. জনাব সেলিম আল্ দীন (নাটক)
৫. জনাব আবুল হাসনাত (মোহাঃ ইসমাইল) (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৬. জনাব মোহাম্মদ আবদুল জব্বার (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৭. জনাব হায়াৎ মামুদ (শিশুসাহিত্য)
৮. গাজী শামছুর রহমান (অনুবাদ সাহিত্য)

১৯৮৪
১. জনাব বেলাল চৌধুরী (কবিতা)
২. জনাব রশীদ হায়দার (উপন্যাস)
৩. জনাব মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (প্রবন্ধ-গবেষণা)
৪. জনাব রফিকুল ইসলাম (প্রবন্ধ-গবেষণা)

১৯৮৫
এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৮৬
১. জনাব মোহাম্মদ রফিক (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব হুমায়ুন আজাদ (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৭
১. জনাব আসাদ চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব দ্বিজেন শর্মা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৮
১. জনাব আবুবকর সিদ্দিক (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মুহম্মদ নূরুল হুদা (সামগ্রিক অবদান)

১৯৮৯
১. জনাব আজীজুল হক (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ আকরম হোসেন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯০
১. ড. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব জাহানারা ইমাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯১
১. জনাব বিপ্রদাশ বড়ুয়া (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব হাবীবুল্লাহ সিরাজী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯২
১. জনাব ইমদাদুল হক মিলন (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মুনতাসীর মামুন (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৩
১. জনাব বশীর আল্হেলাল (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব খালেদা এদিব চৌধুরী (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৪
১. ড. ওয়াকিল আহমদ (সামগ্রিক অবদান)
২. সিকদার আমিনুল হক (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৫
১. সৈয়দ আবুল মকসুদ (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব শাহরিয়ার কবির (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৬

১. জনাব মঈনুল আহসান সাবের (সামগ্রিক অবদান)
২. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৭

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

১৯৯৮

১. বেগম সন্‌জীদা খাতুন (সামগ্রিক অবদান)
২. জনাব মঞ্জু সরকার (সামগ্রিক অবদান)

১৯৯৯

১. জনাব নাসরীন জাহান (সামগ্রিক অবদান)

২০০০

এ বছর কেউ পুরস্কার পাননি।

২০০১

১. জনাব কায়সুল হক (কবিতা)
২. জনাব শামসুজ্জামান খান (গবেষণা)
৩. জনাব আলী ইমাম (শিশুসাহিত্য)

২০০২

১. জনাব জাহিদুল হক (কবিতা)
২. জনাব মোবারক হোসেন খান (গবেষণা)
৩. জনাব আবু সালেহ (শিশুসাহিত্য)

২০০৩

১. জনাব আবদুল হাই শিকদার (কবিতা)
২. জনাব সাঈদ-উর-রহমান (গবেষণা)
৩. জনাব মুশাররাফ করিম (শিশুসাহিত্য)

২০০৪

১. জনাব আমজাদ হোসেন (উপন্যাস)
২. জনাব মোজাম্মেল হোসেন মিন্টু (ছোটগল্প)
৩. জনাব মুহম্মদ আসাদ্দর আলী (গবেষণা)
৪. জনাব জাফর আলম (অনুবাদ)
৫. জনাব মুহম্মদ জাফর ইকবাল (বিজ্ঞান)
৬. জনাব ফরিদুর রেজা সাগর (শিশুসাহিত্য)

২০০৫

১. জনাব মকবুলা মনজুর (উপন্যাস)
২. জনাব রেজাউদ্দিন স্টালিন (কবিতা)
৩. জনাব আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (গবেষণা)

২০০৬

১. জনাব শামসুল ইসলাম (কবিতা)
২. জনাব হরিপদ দত্ত (উপন্যাস)
৩. জনাব আলী আনোয়ার (প্রবন্ধ)
৪. জনাব মুহাম্মদ ইব্রাহীম (বিজ্ঞান)
৫. জনাব মান্নান হীরা (নাটক)
৬. জনাব আমীরুল ইসলাম (শিশুসাহিত্য)

২০০৭

১. কবি মনজুরে মওলা (কবিতা)
২. অধ্যাপক যতীন সরকার (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. জনাব লুৎফর রহমান রিটন (শিশুসাহিত্য)

২০০৮

১. ড. মাহবুব সাদিক (কবিতা)
২. ড. করুণাময় গোস্বামী (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৩. জনাব হেলেনা খান (শিশুসাহিত্য)

২০০৯

১. জনাব রফিকুল হক (শিশুসাহিত্য)
২. জনাব আনোয়ারা সৈয়দ হক (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব অরুণাভ সরকার (কবিতা)
৪. জনাব রবিউল হুসাইন (কবিতা)
৫. ডক্টর আবুল আহসান চৌধুরী (গবেষণা)
৬. জনাব সুশান্ত মজুমদার (কথাসাহিত্য)

২০১০

১. জনাব রুবী রহমান (কবিতা)
২. জনাব নাসির আহমেদ (কবিতা)
৩. জনাব বুলবুল চৌধুরী (কথাসাহিত্য)
৪. ড. অজয় রায় (বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি)
৫. অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৬. জনাব শাহজাহান কিবরিয়া (শিশুসাহিত্য)

২০১১

১. কবি অসীম সাহা (কবিতা)
২. কবি কামাল চৌধুরী (কবিতা)
৩. জনাব আনিসুল হক (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক খালিকুজ্জামান ইলিয়াস (অনুবাদ)
৭. জনাব বেলাল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. ড. বরেন চক্রবর্তী (ভ্রমণকাহিনি)
৯. অধ্যাপক আলী আসগর (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশক্ষেত্র)
১০. জনাব আখতার হুসেন (শিশুসাহিত্য)

৪. জনাব ফখরুজ্জামান চৌধুরী (অনুবাদ)

২০১২

১. কবি সানাউল হক খান (কবিতা)
২. কবি আবিদ আনোয়ার (কবিতা)
৩. অধ্যাপক হরিশংকর জলদাস (কথাসাহিত্য)
৪. অধ্যাপক সনৎকুমার সাহা (প্রবন্ধ)
৫. অধ্যাপক ড. খোন্দকার সিরাজুল হক (গবেষণা)
৬. ড. ফকরুল আলম (অনুবাদ)
৭. জনাব মাহবুব আলম (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. জনাব তপন চক্রবর্তী (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. জনাব মাহবুব তালুকদার (শিশুসাহিত্য)

২০১৩

১. কবি হেলাল হাফিজ (কবিতা)
২. শ্রীমতী পূরবী বসু (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব মফিদুল হক (প্রবন্ধ)
৪. জনাব জামিল চৌধুরী (গবেষণা)
৫. জনাব প্রভাংশু ত্রিপুরা (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক কায়সার হক (অনুবাদ)
৭. জনাব হারুন হাবীব (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম (বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
৯. জনাব কাইজার চৌধুরী (শিশুসাহিত্য)
১০. জনাব আসলাম সানী (শিশুসাহিত্য)
১১. জনাব মাহফুজুর রহমান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)

২০১৪

১. কবি শিহাব সরকার (কবিতা)
২. জনাব জাকির তালুকদার (কথাসাহিত্য)
৩. অধ্যাপক শান্তনু কায়সার (প্রবন্ধ)
৪. অধ্যাপক ভূঁইয়া ইকবাল (গবেষণা)
৫. জনাব আবু মো. দেলোয়ার হোসেন (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৬. জনাব মঈনুস সুলতান (স্মৃতিকথা ও ভ্রমণ কাহিনি)
৭. জনাব খালেক বিন জয়েন উদদীন (শিশুসাহিত্য)

২০১৫

১. জনাব আলতাফ হোসেন (কবিতা)
২. জনাব শাহীন আখতার (কথাসাহিত্য)
৩. জনাব আবুল মোমেন (প্রবন্ধ)
৪. জনাব আতিউর রহমান (প্রবন্ধ)
৫ অধ্যাপক ড. মনিরুজ্জামান (গবেষণা)
৬. অধ্যাপক আবদুস সেলিম (অনুবাদ)
৭. জনাব তাজুল মোহাম্মদ (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৮. জনাব ফারুক চৌধুরী (স্মৃতিকথা/আত্মজীবনী/ভ্রমণ)
৯. জনাব মাসুম রেজা (নাটক)
১০. জনাব শরীফ খান (বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও পরিবেশ)
১১. জনাব সুজন বড়ুয়া (শিশুসাহিত্য)

২০১৬

১. আবু হাসান শাহরিয়ার (কবিতা)
২. জনাব শাহাদুজ্জামান (কথাসাহিত্য)
৩. মোরশেদ শফিউল হাসান (প্রবন্ধ ও গবেষণা)
৪. ড. নিয়াজ জামান (অনুবাদ)
৫. ডা. এম এ হাসান (মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য)
৬. জনাব নূরজাহান বোস (আত্মজীবনী/স্মৃতিকথা)
৭. জনাব রাশেদ রউফ (শিশুসাহিত্য)

বাংলা একাডেমির কর্মকর্তাদের নাম ও টেলিফোন নম্বর

কর্মকর্তার নাম	পদবী	টেলিফোন	
		অফিস	বাসা
শামসুজ্জামান খান	মহাপরিচালক	৫৮৬১১২১৪ ৫৮৬১১২১৫	৯১৩৭৬৬৮ ৮১২১৩১৪
মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন	সচিব	৫৮৬১১২১৬ ৫৮৬১১৩২১	৯১৩৪০৬৭
অপরেশ কুমার ব্যানার্জী	পরিচালক	৫৮৬১১১০৭	৮১৯০৫০৮
শাহিদা খাতুন	পরিচালক	৫৮৬১১২৪৬	৫৮৬১২৪৩৭
ড. মোঃ হাসান কবীর	পরিচালক	৫৮৬১১২৮৩	৭২৫২৭৭২
মোঃ মোবারক হোসেন	পরিচালক	৫৮৬১১২৪৯	৯৩৩১৪৭৭
ডা. খোন্দকার মোহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৩৬	৫৫০২১৬০৫
ড. জালাল আহমেদ	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৪০	৯১৩৪১৪০
ড. মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৩৮	৭২১৮০৫৬
রহিমা আখতার খাতুন	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৪	৯৩৩৯৮৬৭
সমীর কুমার সরকার	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৩৯	৯১১৩৯৪৯
নূরুন্নাহার খানম	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৬	৯১২৬৮৫৪
জি.এম. মিজানুর রহমান	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৮	৭২১৮০৫৬
মোঃ আফজাল হোসেন	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৫	৭৩৪১৪৯৪
ড. মোহাম্মদ হারুন রশিদ	ব্যবস্থাপক	৫৮৬১১২৮৪	৭৫৪৫৪৮৩
ড. সরকার আমিন	উপপরিচালক	৯৬৭৬৪৮০	৯৬৭৭০২৭
ড. মোঃ আমিনুর রহমান সুলতান	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৫৩ ৫৮৬১১২৮০	৭১১০০৭৩
ড. তপন কুমার বাগচী	উপপরিচালক		
ড. শাহাদাৎ হোসেন নিপু	উপপরিচালক	৫৮৬১১২৪৭	৯৬৬৪০৪১
মোঃ মোস্তফা কামাল	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬৯৩২০৭	৯৬৩৪৫১৪
মোঃ কামাল উদ্দীন আহমেদ	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৩৭	
মোঃ মনিরুজ্জামান	উপপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	৫৮৬১১২৮১	

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

১. কর্মকর্তা	কোনো পদোন্নতি হয়নি
২. কর্মচারী	কোনো পদোন্নতি হয়নি

২০১৬–২০১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে নিয়োগকৃত জনবল

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমিতে কোনো নিয়োগ প্রদান করা হয়নি।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
স্বেচ্ছায় অবসর ও অবসরউত্তর ছুটি ভোগরত কর্মকর্তা ও কর্মচারী

কর্মচারী

ক্রমিক	কর্মচারীর নাম	পদনাম	অবসরউত্তর ছুটিভোগের তারিখ
১	জনাব মোঃ মাসুদুল কবীর	গাড়িচালক	১০.০৭.২০১৬ (মৃত্যু জনিত)
২	জনাব আবদুল মন্নান জমাদ্দার	গাড়িচালক	০৭.০৮.২০১৬ (স্বেচ্ছায়: অবসর)
৩	জনাব ফিরোজা বেগম	ডিস্ট্রিবিউটর	২৯.০৯.২০১৬ (স্বেচ্ছায়: অবসর)
৪	জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম	নিম্নমান সহকারী-মুদ্রাক্ষরিক	০৪.১২.২০১৬ (মৃত্যু জনিত)
৫	জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান	জুনিয়র লাইনো অপারেটর	২০.১২.২০১৬
৬	জনাব মোঃ আবদুর রহমান	লাইনো অপারেটর	০১.০৪.২০১৭

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	দেশ	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	বেইজিং, চীন	৭.৭.২০১৬ থেকে ১৩.৭.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৭ সাত দিন। International Confucion forum- এ Asian Civilizations in Beijing শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণ
২	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কলকাতা, ভারত	৩১.০৮.২০১৬ থেকে ৪.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিন। ৬ষ্ঠ বাংলাদেশ বইমেলা কলকাতা-২০১৬ এ অংশগ্রহণ
৩	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	নয়াদিল্লি, ভারত	১৭.০৯.২০১৬ থেকে ২৬.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিন। মহাপরিচালক মহোদয়ের চিকিৎসার জন্য
৪	ড. জালাল আহমেদ পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	জার্মানি	২২.১১.২০১৬ থেকে ১.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিন। বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত প্রিন্টিং মেশিন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জার্মানি-এ ভ্রমণ
৫	জনাব খালিদ ইবনে মারুফ সহব্যবস্থাপক	কলকাতা, ভারত	২৪.১.২০১৭ থেকে ০৬.০২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১৩ (তের) দিন। '৪১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১৭'-এ অংশ গ্রহণ
৬	জনাব মোহাম্মদ তাইজুল ইসলাম সরকার উচ্চমান সহকারী	কলকাতা, ভারত	২৪.১.২০১৭ থেকে ০৬.০২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১৩ (তের) দিন। '৪১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১৭'-এ অংশগ্রহণ
৭	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কলকাতা, ভারত	৪.০২.২০১৭ থেকে ৮.০২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন। '৪১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১৭'-এ অংশগ্রহণ
৮	ড. সরকার আমীন উপপরিচালক	কলকাতা, ভারত	৪.০২.২০১৭ থেকে ০৬.০২.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন। '৪১তম আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা-২০১৭'-এ অংশগ্রহণ

৯	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	লন্ডন	১৬.৩.২০১৭ থেকে ১৮.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৩ (তিন) দিন। 'বঙ্গবন্ধু বইমেলা-২০১৭' এ অংশ গ্রহণ
১০	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সচিব	জার্মানি	২১.৩.২০১৭ থেকে ৩১.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিন। বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত প্রিন্টিং মেশিন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জার্মানি-এ ভ্রমণ
১১	ড. জালাল আহমেদ পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	জার্মানি	২১.০৩.২০১৭ থেকে ৩১.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিন। বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত প্রিন্টিং মেশিন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জার্মানি-এ ভ্রমণ
১২	জনাব মোঃ আমিনুর রহমান উপপরিচালক	জার্মানি	২১.০৩.২০১৭ থেকে ৩১.০৩.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ১০ (দশ) দিন। বাংলা একাডেমি প্রেস আধুনিকায়ন কর্মসূচির আওতায় ক্রয়কৃত প্রিন্টিং মেশিন বিষয়ে আলোচনা ও প্রশিক্ষণের জন্য জার্মানি-এ ভ্রমণ
১৩	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	মার্কিন যুক্তরাষ্ট	১৭.৫.২০১৭ থেকে ২৪.০৫.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৮ (আট) দিন। আন্তর্জাতিক বাংলা উৎসব ও বইমেলা-২০১৭ এ অংশগ্রহণ
১৪	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	কাঠমুণ্ড, নেপাল	২৯.৬.২০১৭ থেকে ০৪.০৭.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৬ (ছয়) দিন। বাংলা একাডেমি ও নেপাল একাডেমির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের Article-11 (b) and (g) এর আওতায় নেপাল একাডেমির Chancellor Mr Ganga Prasad Uprety -এর আমন্ত্রণে
১৫	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	কাঠমুণ্ড, নেপাল	২৯.৬.২০১৭ থেকে ০৪.০৭.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৬ (ছয়) দিন। বাংলা একাডেমি ও নেপাল একাডেমির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের Article-11 (b) and (g) এর আওতায় নেপাল একাডেমির Chancellor Mr Ganga Prasad Uprety - এর আমন্ত্রণে

১৬	জনাব মোঃ মোবারক হোসেন পরিচালক	কাঠমুণ্ড, নেপাল	২৯.৬.২০১৭ থেকে ০৪.০৭.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ৬ (ছয়) দিন। বাংলা একাডেমি ও নেপাল একাডেমির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের Article-11 (b) and (g) এর আওতায় নেপাল একাডেমির Chancellor Mr Ganga Prasad Uprety - এর আমন্ত্রণে

২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলা একাডেমির
কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশের অভ্যন্তরে ভ্রমণ

ক্রমিক	কর্মকর্তা-কর্মচারীর নাম ও পদবি	ভ্রমণের স্থান	ভ্রমণকাল ও উদ্দেশ্য
১	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	চট্টগ্রাম	১৬.৭.২০১৬ তারিখ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট-এ ৩৮ বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ
২	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	ঝিনাইদহ ও মাগুড়া	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও মাগুড়ায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৩	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহপরিচালক	ঝিনাইদহ ও মাগুড়া	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও মাগুড়ায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৪	জনাব ইসরাত জাহান পপী সহকারী সম্পাদক	ঝিনাইদহ ও মাগুড়া	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও মাগুড়ায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৫	জনাব মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	ঝিনাইদহ ও মাগুড়া	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও মাগুড়ায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৬	জনাব মোঃ আহমেদ ইসতিয়াক বাবু অফিস সহায়ক	ঝিনাইদহ ও মাগুড়া	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ ও মাগুড়ায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৬	জনাব শাহিদা খাতুন পরিচালক	ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৭	জনাব মোঃ শরিফুল ইসলাম সহপরিচালক	ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া,	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া,

		মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৮	জনাব মোজাম্মেল হক আলোকচিত্র শিল্পী	ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা	২৫.৯.২০১৬ থেকে ২৭.৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওর্য়াক
৯	জনাব মোঃ আহমেদ ইসতিয়াক বাবু অফিস সহায়ক	ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা	২৫.০৯.২০১৬ থেকে ২৭.০৯.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গায় ফোকলোর বিষয়ক ফিল্ডওয়াক
১০	জনাব আসমাতুজ্জাহান উচ্চমান সহকারী	বগুড়া	৬.১০.২০১৬ থেকে ৯.১০.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বগুড়ায় লেখকচিত্র আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ
১১	মীর রেজাউল কবীর ক্যাটালগার	বগুড়া	৬.১০.২০১৬ থেকে ৯.১০.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বগুড়ায় লেখকচিত্র আয়োজিত বইমেলায় অংশগ্রহণ
১২	জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সচিব	রংপুর	৮.১২.২০১৬ থেকে ১০.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পায়রাবন্দ রংপুরে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র পরিদর্শন
১৩	ডা. কে এম মুজাহিদুল ইসলাম পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	রংপুর	৮.১২.২০১৬ থেকে ১০.১২.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পায়রাবন্দ রংপুরে বেগম রোকেয়া স্মৃতিকেন্দ্র পরিদর্শন
১৪	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	চাঁদপুর	৬.৫.২০১৭ থেকে ৭.৫.২০১৭ তারিখ চাঁদপুর সাহিত্য সম্মেলন ২০১৭ এ অংশগ্রহণ
১৫	জনাব শামসুজ্জামান খান মহাপরিচালক	বরিশাল	৯.৫.২০১৭ থেকে ১১.৫.২০১৭ তারিখ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বরিশাল বইমেলায় অংশগ্রহণ।
১৬	ড. জালাল আহমেদ পরিচালক (চলতি দায়িত্ব)	বরিশাল	৪.৫.২০১৭ থেকে ৯. ৫.২০১৭ তারিখ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বরিশাল বইমেলায় অংশগ্রহণ।
১৭	জনাব জাকির হোসেন শিকদার সহপাণ্ডুলিপি সম্পাদক	বরিশাল	৪.৫.২০১৭ থেকে ০৯.০৫.২০১৭ তারিখ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বরিশাল বইমেলায় অংশগ্রহণ।
১৮	জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন নিম্নমান সহকারী মুদ্রাক্ষরিক	বরিশাল	৪.৫.২০১৭ থেকে ০৯.০৫.২০১৭ তারিখ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত বরিশাল বইমেলায় অংশগ্রহণ।